

পবিত্র বাইবেল বিজ্ঞানের আলোকে – ড. জাকির নায়েকের প্রশ্নের উত্তর

- জেরি থমাস

মুসলমানকে যতবারই উত্তর দিন না কেন, সে আবার একই প্রশ্ন নিয়ে অন্য কোনো খ্রিস্টানের কাছে যাবে, যিনি হয়তো উত্তর জানেন না। তারা এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আসে কারণ তারা খ্রিস্টানদের সাথে ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্কে দাঁড়াতে পারে না। এই প্রেক্ষাপটে আমরা ভাই জেরি থমাসের সম্পূর্ণ প্রতিলিপি প্রকাশ করার কথা ভেবেছি, যেখানে তিনি পবিত্র বাইবেল সম্পর্কিত ড. জাকির নায়েকের প্রশ্নগুলোর খণ্ডন করেছেন।

খণ্ডন: পবিত্র বাইবেল বিজ্ঞানের আলোকে
যিহোবার নাম, ঈশ্বরের একমাত্র সত্য নাম, যাকে সকল সত্য ভাববাদীরা ডেকেছেন, যিনি মাংসে প্রভু যীশু খ্রিস্ট নামে পরিচিত হয়েছিলেন, চিরকালের জন্য মহিমান্বিত হোক, আমেন। আপনারা সবাইকে শুভ সন্ধ্যা।

শুরুতেই আমি আমাদের আজকের সম্মানিত সঞ্চালক যা বলেছেন, তা পুনর্ব্যক্ত করছি। আমরা এই খণ্ডন সিরিজ পরিচালনা করছি কারণ জনাব ড. জাকির নায়েক আমাদের সাথে বিতর্ক করতে অস্বীকার করেন।
অতীতে জনাব ড. জাকির সৎ খ্রিস্টান, প্রচারক ও লেখকদের সাথে বিতর্ক করেছেন, কিন্তু কখনো কোনো খ্রিস্টান বিতার্কিকের সাথে নয়।
উদাহরণস্বরূপ, অ্যানসারিং ইসলামের ভাই স্যাম শামউন, অ্যানসারিং মুসলিমসের ভাই ডেভিড উড, যারা সম্ভবত খ্রিস্টীয় বিশ্বাস রক্ষায় এবং ইসলামের দাওয়া প্রচারকদের দাবি খণ্ডনে সর্বাধিক সংখ্যক প্রবন্ধ লিখেছেন, তারাও জনাব ড. জাকিরকে বিতর্কের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। জনাব ড. জাকির তবুও তাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি।
আমি শুনেছি, জনাব ড. জাকির সবসময় যে অজুহাত দেন তা হলো–আপনাকে ১০,০০০ লোক আনতে হবে।
তবে যদি আপনি লক্ষ্য করেন, জনাব ড. জাকির যাদের সাথে বিতর্ক করেছেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ ১০,০০০ লোক আনতে পেরেছেন, কেউ পারেননি। একমাত্র সাধারণ বিষয় ছিল–তাদের কারোরই আন্তঃধর্মীয় বিতর্কের অভিজ্ঞতা ছিল না।
ভ্রমণকারী প্রচারকদের সাথে বিতর্ক করে এবং সুপরিচিত বিতার্কিকদের সাথে বিতর্ক এড়িয়ে চলা এমন, যেমন সচিন টেন্ডুলকারের সাথে দাবা খেলে দাবি করা যে আপনি ভারতের অন্যতম

শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সাথে খেলেছেন, আর যখন বিশ্বনাথন আনন্দ এসে আপনাকে খেলার আমন্ত্রণ জানান, তখন আপনি বলেন যে তার পর্যাপ্ত ভক্ত নেই।

ঈশ্বরের অনুগ্রহে, অন্যান্য স্থানে অনুরূপ দাওয়া প্রচারকদের সাথে কার্যকরভাবে বিতর্ক ও খণ্ডন করার পর, ২২ জুলাই ২০১০-এ সাক্ষী অ্যাপোলজেটিক্স নেটওয়ার্ক জনাব ড. জাকিরকে সাক্ষীর খরচে একটি স্টেডিয়াম বা খোলা মাঠে জনসমক্ষে বিতর্কের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। যখন আমরা কাউকে জনসমক্ষে স্টেডিয়াম বা খোলা মাঠে বিতর্কের আমন্ত্রণ জানাই, তখন আমরা নিশ্চিত করি যে হাজার হাজার লোককে মাঠে আনব।
কিন্তু তবুও জনাব ড. জাকির আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি। যদি জনাব ড. জাকির বিতর্ক করতে না চান, তবে তিনি না করুন, আমাদের কোনো সমস্যা নেই।
কিন্তু তাহলে তিনি পবিত্র খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কিছু বলবেন না। যদি তিনি পবিত্র খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কথা বলেন, তবে তাকে বিতর্ক করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।
যেহেতু তিনি পবিত্র খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কথা বলা বন্ধ করবেন না, আবার আমাদের বিতর্কের আমন্ত্রণও গ্রহণ করবেন না, তাই আমাদের এমন খণ্ডন পরিচালনা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

মজার বিষয় হলো, যখন আমরা ভারতের একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় মুসলিম নেতা জনাব পি.জে. মৌলভিকে বলেছিলাম যে জনাব ড. জাকির আমাদের বিতর্কের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি, তখন জনাব পি.জে. মৌলভি আমাদের বলেছিলেন যে তিনিও জনাব ড. জাকিরকে তার ভুল ইসলামী মতবাদের কারণে বিতর্কের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।
জনাব পি.জে. মৌলভি তামিলনাড়ু তাওহীদ জামাতের প্রধান, যার তামিলনাড়ুতেই ১০ লাখেরও বেশি সদস্য রয়েছে।
সাক্ষী দল তার অফিসে গিয়ে তার সাথে বিতর্কের আগে তিনি সাক্ষী দলকে যা বলেছিলেন:
"জাকির নায়েক কিছু ভুল মতবাদে আছেন, আমরাও তাকে ডাকছি (কিন্তু) তিনি আসছেন না। আমরা তাকে ডাকছি (কারণ) তিনি কিছু ভুল (প্রচার) করেন। এমনকি তিনি আমাদের কাছেও আসছেন না, তাহলে আপনারা কি বলছেন যে আপনারা ডাকলে তিনি আসছেন না? আমরাও তাকে বিতর্কের জন্য ডাকছি কিন্তু তিনি আমাদের কাছেও আসছেন না। তাই তিনি

বড় কোনো বিষয় নন, বিতর্ক ইত্যাদি তার জন্য কাজ করবে না, তিনি কিছু সাধারণ বিষয়ে কথা বলবেন।”

আমি প্রমাণ ছাড়া কথা বলতে চাই না; তাই যদিও ক্লিপটি তামিলে, আমরা তবুও আপনাদের দেখাব।
ভিডিও: ১ পি.জে. জাকির সম্পর্কে

যদি জনাব ড. জাকির তামিলনাড়ুতেই ১০ লাখেরও বেশি সদস্যের একটি সম্প্রদায়ের প্রধানের সাথে বিতর্ক করতে না চান, তবে তিনি আর কখনো দাবি করবেন না যে তিনি এমন কারো সাথে বিতর্ক করবেন যিনি ১০,০০০ লোক আনবেন। এগুলো দুর্বল অজুহাত।
যেহেতু জনাব ড. জাকির বিতর্ক এড়ানোর জন্য অজুহাত তৈরি করতে থাকেন এবং পবিত্র খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের উপর আক্রমণ চালিয়ে যান, তাই আমাদের এমন খণ্ডন পরিচালনা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

আমি জনাব ড. জাকিরের পবিত্র বাইবেলের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলোর উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে তুলনামূলক ধর্মীয় পদ্ধতি গ্রহণ করব। এই বিতর্কে তিনি ৪০-এরও বেশি প্রশ্ন তুলেছেন। আইআরএফ অনুসারে, ৩৭টি বিজ্ঞান-সম্পর্কিত এবং আরও কয়েকটি অন্যান্য বিষয়-সম্পর্কিত। আমরা সবগুলোর উত্তর দেব।
এই খণ্ডনে আমরা প্রথমে জনাব ড. জাকিরের এক সেট প্রশ্ন দেখাব, তারপর আমি উত্তর দেব; আবার পরবর্তী সেট প্রশ্ন দেখাব এবং আমি উত্তর দেব। চলুন প্রথম সেট প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি পবিত্র বাইবেলের বিরুদ্ধে।

ভিডিও: ২ পার্ট ১ জ্যোতির্বিদ্যা
১: জ্যোতির্বিদ্যা (ড. জাকির নায়েক) ১:৪৮:০০- ১:৫৪:২৫
প্রথমে আমরা জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে আলোচনা করি। বাইবেল মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে কথা বলে। শুরুতে, ১ম বই, আদিপুস্তক, ১ম অধ্যায়, এতে উল্লেখ আছে– ‘সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ছয় দিনে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং সন্ধ্যা ও সকালের কথা বলেছেন, যা ২৪ ঘণ্টার

দিনকে নির্দেশ করে। আজ বিজ্ঞানীরা আমাদের বলেন যে মহাবিশ্ব ছয় দিনের ২৪ ঘণ্টার সময়ে সৃষ্টি হতে পারে না। কুরআনও ছয় 'আইয়াম' -এর কথা বলে। আরবি শব্দের একবচন 'ইয়াউম' , বহুবচন 'আইয়াম' । এটি ২৪ ঘণ্টার দিনও হতে পারে, অথবা খুব দীর্ঘ সময়, এক 'ইয়াউম' , এক যুগ। বিজ্ঞানীরা বলেন, আমরা স্বীকার করতে কোনো আপত্তি করি না যে মহাবিশ্ব–ছয়টি খুব দীর্ঘ সময়ে সৃষ্টি হতে পারে। ১:৪৯:০৩

পয়েন্ট নং ২–বাইবেল আদিপুস্তক অধ্যায় ১ পদ ৩ ও ৫-এ বলে··· 'প্রথম দিনে আলো সৃষ্টি হয়েছিল।' আদিপুস্তক অধ্যায় ১ পদ ১৪ থেকে ১৯··· 'আলোর কারণ–তারকা ও সূর্য ইত্যাদি চতুর্থ দিনে সৃষ্টি হয়েছিল।' কীভাবে আলোর কারণ চতুর্থ দিনে সৃষ্টি হতে পারে– প্রথম দিনে যে আলো অস্তিত্বে এসেছিল তার পরে? এটি অবৈজ্ঞানিক।

১:৪৯:৩০
আরও, বাইবেল আদিপুস্তক অধ্যায় ১ পদ ৯ থেকে ১৩ বলে··· 'পৃথিবী তৃতীয় দিনে সৃষ্টি হয়েছিল।' পৃথিবী ছাড়া কীভাবে রাত ও দিন হতে পারে? দিন পৃথিবীর ঘূর্ণনের উপর নির্ভর করে। পৃথিবী সৃষ্টি না হলে কীভাবে রাত ও দিন হতে পারে?

পয়েন্ট নং ৪, আদিপুস্তক অধ্যায় ১ পদ ৯ থেকে ১৩ বলে··· 'পৃথিবী তৃতীয় দিনে সৃষ্টি হয়েছিল।' আদিপুস্তক অধ্যায় ১ পদ ১৪ থেকে ১৯ বলে··· 'সূর্য ও চাঁদ চতুর্থ দিনে সৃষ্টি হয়েছিল।' আজ বিজ্ঞান আমাদের বলে··· 'পৃথিবী মূল দেহের অংশ··· সূর্যের।' এটি সূর্যের আগে অস্তিত্বে আসতে পারে না–এটি অবৈজ্ঞানিক।

পয়েন্ট নং ৫, বাইবেল আদিপুস্তক অধ্যায় ১ পদ ১১ থেকে ১৩ বলে··· 'উদ্ভিদ, ভেষজ, গুল্ম, গাছ–এগুলো তৃতীয় দিনে সৃষ্টি হয়েছিল। এবং সূর্য, আদিপুস্তক অধ্যায় ১ পদ ১৪ থেকে ১৯, চতুর্থ দিনে সৃষ্টি হয়েছিল।' সূর্যালোক ছাড়া উদ্ভিদ কীভাবে অস্তিত্বে আসতে পারে এবং সূর্যালোক ছাড়া কীভাবে টিকে থাকতে পারে?

পয়েন্ট নং ৬, বাইবেল আদিপুস্তক অধ্যায় ১ পদ ১৬ বলে··· 'ঈশ্বর দুটি আলো সৃষ্টি করেছেন–বড় আলো সূর্য দিন শাসন করার জন্য এবং ছোট আলো চাঁদ রাত শাসন করার জন্য।' প্রকৃত অনুবাদ, যদি আপনি হিব্রু পাঠ্যে যান, তা হলো 'প্রদীপ' ··· 'যার নিজস্ব আলো আছে।' এবং আপনি এটি আরও ভালোভাবে জানতে পারবেন যদি উভয় পদ পড়েন– আদিপুস্তক অধ্যায় ১ পদ ১৬ এবং ১৭। পদ ১৭ বলে··· 'এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাদের আকাশমণ্ডলে স্থাপন করেছেন, পৃথিবীকে আলো দিতে··· পৃথিবীকে আলো দিতে।' ইঙ্গিত করে যে সূর্য ও চাঁদের নিজস্ব আলো আছে–যা প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক। (ড. নায়েক) কিছু লোক সমন্বয় করার চেষ্টা করে এবং বলে যে বাইবেলে উল্লিখিত ছয় দিন আসলে যুগকে নির্দেশ করে–যেমন কুরআনের দীর্ঘ সময়–ছয়টি ২৪ ঘণ্টার দিন নয়। এটি অযৌক্তিক–আপনি বাইবেলে পড়েন, সন্ধ্যা, সকাল–এটি স্পষ্টভাবে ২৪ ঘণ্টা বলে, এটি ইঙ্গিত করে। কিন্তু এমনকি যদি আমি সমন্বয় পদ্ধতি ব্যবহার করি–কোনো সমস্যা নেই। আমি আপনার অযৌক্তিক যুক্তির সাথে একমত–তবুও তারা কেবল ৬ দিনের সৃষ্টির ১ম বৈজ্ঞানিক ত্রুটি এবং ২য়, প্রথম দিনের 'আলো' ও ৩য় দিনের 'পৃথিবী' সমাধান করতে পারবে। বাকি চারটি তবুও তারা সমাধান করতে পারে না। কেউ কেউ আরও বলে··· 'যদি এটি ২৪ ঘণ্টার সময় হয়, তবে সব্জি এক ২৪ ঘণ্টার দিন সূর্যালোক ছাড়া কেন টিকতে পারে না?' আমি বলি 'ঠিক আছে–যদি আপনি বলেন যে সব্জি সূর্যের আগে সৃষ্টি হয়েছিল এবং এক ২৪ ঘণ্টার দিন টিকতে পারে, আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আপনি বলতে পারেন না যে দিনগুলো ২৪ ঘণ্টা এবং যুগ উভয়ই–আপনি কেক রাখতে এবং খেতে উভয়ই পারেন না। যদি আপনি বলেন এটি দীর্ঘ সময়, আপনি পয়েন্ট নং ১ ও ৩ সমাধান করেন, বাকি ৪টি এখনও আছে। যদি আপনি বলেন দিনগুলো ২৪ ঘণ্টার দিন, আপনি কেবল পয়েন্ট নং ৫ সমাধান করেন– বাকি ৫টি এখনও আছে–এটি অবৈজ্ঞানিক হয়ে যায়। আমি ড. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের উপর ছেড়ে দিই, তিনি কি বলতে চান··· 'এটি দীর্ঘ সময়' , এবং বলেন যে কেবল ৪টি বৈজ্ঞানিক ত্রুটি আছে–অথবা বলেন··· 'এটি ২৪ ঘণ্টার দিন' , এবং বলেন মহাবিশ্বের সৃষ্টিতে কেবল ৫টি বৈজ্ঞানিক ত্রুটি আছে।

পৃথিবীর ধারণা সম্পর্কে, বিভিন্ন বিজ্ঞানী বর্ণনা করেছেন··· 'পৃথিবী কীভাবে শেষ হবে।' অনুমান–কিছু সঠিক হতে পারে, কিছু ভুল। কিন্তু পৃথিবী ধ্বংস হবে অথবা পৃথিবী চিরকাল

থাকবে। উভয় একসাথে ঘটতে পারে না–এটি অবৈজ্ঞানিক। কিন্তু বাইবেল ঠিক এটিই বলে। বাইবেলে উল্লেখ আছে, ইব্রীয়দের পুস্তক অধ্যায় ১ পদ ১০ ও ১১ এবং গীতসংহিতা অধ্যায় ১০২ পদ ২৫ ও ২৬-এ যে··· 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এবং তারা ধ্বংস হবে।' ঠিক বিপরীত উল্লেখ আছে উপদেশক অধ্যায় ১ পদ ৪ এবং গীতসংহিতা অধ্যায় ৭৮ পদ ৬৯-এ যে··· 'পৃথিবী চিরকাল থাকবে।' আমি ড. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের উপর ছেড়ে দিই কোন দুটি পদ অবৈজ্ঞানিক–প্রথম জোড়া নাকি দ্বিতীয় জোড়া। একটি অবৈজ্ঞানিক হতে হবে–উভয় ঘটতে পারে না। পৃথিবী চিরকাল থাকতে পারে না এবং ধ্বংসও হতে পারে না–এটি অবৈজ্ঞানিক।

'আকাশমণ্ডল' সম্পর্কে, বাইবেল ইয়োব অধ্যায় ২৬ পদ ১১ বলে··· 'আকাশের স্তম্ভ কাঁপবে।' কুরআন সূরা লোকমান অধ্যায় ৩১ পদ ১০ বলে··· 'আকাশমণ্ডল কোনো স্তম্ভ ছাড়া–তুমি কি দেখ না? তুমি কি দেখ না আকাশমণ্ডল কোনো স্তম্ভ ছাড়া?—বাইবেল বলে আকাশের স্তম্ভ আছে। কেবল আকাশের স্তম্ভই নয়–বাইবেল ১ শমূয়েল অধ্যায় ২ পদ ৮, ইয়োব অধ্যায় ৯ পদ ৬ এবং গীতসংহিতা অধ্যায় ৭৫ পদ ৩ বলে··· 'এমনকি পৃথিবীরও স্তম্ভ আছে।'

চলুন প্রথম প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি;
পিপিটি: স্লাইড ২
(১) আদিপুস্তক ১: ঈশ্বর মহাবিশ্বকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন–সন্ধ্যা ও সকাল–যা ২৪ ঘণ্টার ছয়টি আক্ষরিক দিনকে নির্দেশ করে। আজ বিজ্ঞান আমাদের বলে যে মহাবিশ্ব ছয়টি আক্ষরিক দিনে সৃষ্টি হতে পারে না বরং বিলিয়ন বছরে। কুরআনও ৬ দিন বলে কিন্তু আরবি শব্দ "আইয়াম" (একবচন ইয়াউম), যা ছয় দিন বা ছয় দীর্ঘ যুগ, সময়কাল বোঝাতে পারে।

উত্তর:
জনাব ড. জাকিরের মতে, যেহেতু কুরআন "ইয়াউম" শব্দ ব্যবহার করে, যা আক্ষরিক দিন বা দীর্ঘ সময়কাল বোঝাতে পারে, তিনি এটিকে দীর্ঘ সময়কাল হিসেবে নিয়েছেন। যদি কোনো শব্দের দুটি অর্থ থাকে, তবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত আপনার সঠিক অর্থ ধরে নেওয়া উচিত।

আমরা কি সত্যিই জানতে পারি কুরআন কী বুঝিয়েছে? কুরআন বলে হ্যাঁ।
কুরআনের আল্লাহ বলেন, হজরত মুহাম্মদই কুরআনের অর্থ স্পষ্ট করেন।
কুরআনে, সূরা ১৬: ৪৪ বলে, হজরত মুহাম্মদই কুরআনের অর্থ প্রতিষ্ঠা করেন।
আরও, কুরআন বলে:
সূরা ৫৩: ৩-৪–হজরত মুহাম্মদ যা কিছু বলেন তা আল্লাহর প্রেরিত।
অতএব, ইসলামের অন্তত দুটি কর্তৃত্বপূর্ণ উৎস আছে।
কুরআন, যা মুসলমানরা আল্লাহর সরাসরি বাণী বলে দাবি করে, এবং:
হজরত মুহাম্মদের সুন্নাহ অথবা অন্য কথায়, আল্লাহর প্রেরিত প্রকাশ।

জনাব ড. জাকির এর সাথে একমত:
ভিডিও: ৩ কুরআন ও হাদিস।
জনাব ড. জাকির বলেন কুরআন ও সহীহ হাদিস। কুরআন কেবল হাদিস বলে না; এটি সুন্নাহ বলে। সহীহ হাদিস সুন্নাহর একটি উৎস কিন্তু সুন্নাহ নিজে নয়।
কিন্তু ঠিক আছে। আমরা জনাব ড. জাকিরের সাথে খুবই উদার হব; ইসলামের দুটি কর্তৃত্বপূর্ণ উৎস আছে–কুরআন ও সহীহ হাদিস, যা কখনো একে অপরের সাথে সাংঘর্ষিক হবে না।

সুতরাং, কুরআনের অর্থ প্রতিষ্ঠা করতে, চলুন কুরআনের অভ্রান্ত ব্যাখ্যা দেখি–সহীহ হাদিস।
সহীহ মুসলিম বই ৩৯, নম্বর ৬৭০৭:
শনিবার–তিনি মাটি সৃষ্টি করেছেন
রবিবার–তিনি পর্বত সৃষ্টি করেছেন
সোমবার–তিনি গাছ সৃষ্টি করেছেন
মঙ্গলবার–তিনি শ্রমসাধ্য জিনিস সৃষ্টি করেছেন
বুধবার–আলো সৃষ্টি করেছেন
বৃহস্পতিবার–তিনি প্রাণীদের ছড়িয়ে দিয়েছেন
শুক্রবার–তিনি আদম (আঃ) সৃষ্টি করেছেন শুক্রবার আসরের পর; শুক্রবারের শেষ ঘণ্টার শেষ সৃষ্টি, অর্থাৎ বিকেল ও রাতের মধ্যে।”

আল-তাবারির ইতিহাস, খণ্ড ১–সাধারণ ভূমিকা এবং সৃষ্টি থেকে বন্যা পর্যন্ত পৃ. ১৮৭-১৯৩, আল তাবারি, সম্ভবত ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম ঐতিহাসিক, ইসনাদসহ একটি হাদিস উদ্ধৃত করেছেন, বলেছেন যে এই দিনগুলো শনিবার, রবিবার, সোমবার ইত্যাদি।

পিপিটি স্লাইড ৩:

সুতরাং, জনাব ড. জাকিরের দীর্ঘ সময়কাল হয়ে যায়: রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার ইত্যাদি।
কুরআন ও হাদিস কখনো একে অপরের সাথে সাংঘর্ষিক হবে না। কিন্তু যদি কোনো পণ্ডিত হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক হন, তবে আমাদের কী করা উচিত?
ভিডিও: ৪ পণ্ডিত হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক
যদি কোনো পণ্ডিত সহীহ হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক হন, তবে আপনাকে তাকে অনুসরণ করতে হবে না।

পিপিটি: স্লাইড ৫
পবিত্র বাইবেল কী বলে?
পবিত্র বাইবেল বলে যে পৃথিবী ছয়টি আক্ষরিক ২৪ ঘণ্টার দিনে সৃষ্টি হয়েছে।
যাত্রাপুস্তক ২০: ১১ “কারণ ছয় দিনে সদাপ্রভু আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং সেগুলোর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।”
এগুলো ২৪ ঘণ্টার আক্ষরিক দিন।
কিন্তু, পবিত্র বাইবেল ইঙ্গিত করে যে এগুলো পৃথিবীর দৃষ্টিকোণ থেকে ছিল না:
আদিপুস্তক ১:১৪-১৯-এ, সূর্য ও চাঁদ তৈরি করা হয়েছে এবং কেবল চতুর্থ দিন থেকে দিন ও ঋতুর জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে।
যদি সূর্য ও চাঁদ কেবল চতুর্থ দিন থেকে রেফারেন্স পয়েন্ট হয়, তবে এটি পৃথিবীর দৃষ্টিকোণ থেকে সৌর দিন হতে পারে না।
রেফারেন্স পয়েন্ট পৃথিবীর বাইরে? এতে কি পার্থক্য হয়?
হ্যাঁ, অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অনুসারে।

মহাবিশ্বে বিলিয়ন বিলিয়ন পয়েন্ট আছে, যেখানে পৃথিবীর এক ২৪ ঘণ্টার দিন সেখানে বিলিয়ন বছর হতে পারে অথবা সেখানকার এক ২৪ ঘণ্টার দিন পৃথিবীতে বিলিয়ন বছর হতে পারে।

এখন, আমরা সময়কে ধ্রুবক হিসেবে নেওয়ার অভ্যাস করেছি, তাই আমাদের বুঝতে কষ্ট হতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞান এটাই বলে।

সাধারণ ভাষায় সময় সংকুচিত ও প্রসারিত হতে পারে।

যদি মহাবিশ্বে বিলিয়ন বিলিয়ন পয়েন্ট থাকে, যেখানে আমাদের এক দিন বিলিয়ন বছরের সমান বা তার বিপরীত; তবে যখন পবিত্র বাইবেল মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে কথা বলে, সঠিক রেফারেন্স পয়েন্ট কী হবে?

এটি হবে বিগ ব্যাং-এর পয়েন্ট অথবা সাধারণ ভাষায় মহাবিশ্বের প্রান্ত।

আমাদের কি জানার কোনো উপায় আছে যে মহাবিশ্বের প্রান্তে এক দিন পৃথিবীর সমান কী হবে?

ড. জেরাল্ড এল. শ্রোডার, এমআইটি থেকে পদার্থবিদ্যায় পিএইচডি, একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও ইহুদি ধর্মতাত্ত্বিক, তার বই "দ্য সায়েন্স অফ গড: দ্য কনভারজেন্স অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড বাইবলিক্যাল উইজডম" -এ বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যবহার করে গণনা করেছেন যে মহাবিশ্বের প্রান্তে ছয় দিনের ২৪ আক্ষরিক ঘণ্টা পৃথিবীর জন্য কী অর্থ রাখে?

তিনি এই সংখ্যা পেয়েছেন।

পিপিটি: স্লাইড ৫

কিছু কি একই সাথে ২৪ ঘণ্টার ছয় আক্ষরিক দিন এবং বিলিয়ন বছর হতে পারে? হ্যাঁ, বিজ্ঞান অনুসারে। সেখানে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

মজার বিষয় হলো, এখন কিছু মুসলমান যেমন ওয়েবসাইট miraclesofthequran.com এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

তারা জনাব ড. জাকিরের পদ্ধতি পরিত্যাগ করেছে কারণ তারা উপলব্ধি করেছে যে এটি ইসলামের কর্তৃত্বপূর্ণ উৎস–সহীহ হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক।

পবিত্র বাইবেলের দিনগুলোতে বা ইসলামী উৎসে লিপিবদ্ধ ঘটনাগুলো পৃথিবীর দিনগুলোতে লিপিবদ্ধ ঘটনাগুলোর সাথে মিলতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ:

যদি পবিত্র বাইবেলের ২৪ ঘণ্টার প্রথম দিন, মহাজাগতিক ঘড়ি, ৮ বিলিয়ন পৃথিবীর দিনের সমান হয়, তবে পবিত্র বাইবেল যা বলেছে প্রথম দিনে ঘটেছে তা ৮ বিলিয়ন বছরে ঘটে থাকতে হবে।

যদি পবিত্র বাইবেলের ২৪ ঘণ্টার দ্বিতীয় দিন, মহাজাগতিক ঘড়ি, ৪ বিলিয়ন পৃথিবীর বছরের সমান হয়, তবে পবিত্র বাইবেল যা বলেছে দ্বিতীয় দিনে ঘটেছে তা ৪ বিলিয়ন বছরে ঘটে থাকতে হবে।

একইভাবে, এটি ষষ্ঠ দিন পর্যন্ত যেতে হবে।

ড. জেরাল্ড এল. শ্রোডার এগুলো পরীক্ষা করেছেন এবং পবিত্র বাইবেল ও বিজ্ঞানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মিল পেয়েছেন।

পিপিটি স্লাইড ৬

দিন ১: আলো হোক:

সংশ্লিষ্ট সময়কাল: আলো আক্ষরিক অর্থে মুক্ত ইলেকট্রন হিসেবে ভেঙে যায়। তারকা, সূর্য ইত্যাদি এর পরে গঠিত হয়।

দিন ২: আকাশমণ্ডল গঠিত হয়।

সংশ্লিষ্ট সময়কাল: মিল্কি ওয়ের ডিস্ক গঠিত হয়।

পবিত্র বাইবেল সৃষ্টির বর্ণনায় তিনটি ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে।

বারা অর্থ শূন্য থেকে সৃষ্টি করা।

দাশা–বের করে আনা–প্রায় প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

আসাহ অর্থ গঠন করা, নিযুক্ত করা ইত্যাদি। অথবা অন্য কথায়, বিদ্যমান উপাদান থেকে কিছু গঠন করা বা কোনো বিদ্যমান জিনিসকে কোনো উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা ইত্যাদি।

দিন ১–বারা–শূন্য থেকে সৃষ্টি।

দিন ৪–আদিপুস্তক ১: ১৬–দুটি বড় আলো তৈরি করেছেন–আসাহ।

বিজ্ঞান কী বলে: শুরুতে, বিপুল আলোর মুক্তি হয়েছিল? ৮ বিলিয়ন বছরের বিজ্ঞান; পবিত্র বাইবেলের প্রথম দিন।

কিন্তু সূর্য ও চাঁদ পৃথিবী থেকে কখন দেখা গিয়েছিল–পবিত্র বাইবেলের চতুর্থ দিন।

দিন ৩: মহাসাগর ও শুষ্ক ভূমি দেখা দেয়

সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক সময়কাল: পৃথিবী শীতল হয়েছে; বড় জলভাগ দেখা দিয়েছে।

লক্ষ্য করুন পবিত্র বাইবেল যে শব্দ ব্যবহার করেছে–বের করে আনো–দাশা, যা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া বোঝায়।

যখন ড. জেরাল্ড শ্রোডার এক দশক আগে বইটি প্রকাশ করেছিলেন, তখন সেই সময়ে স্থলভাগে বহুকোষী উদ্ভিদের উপস্থিতির কোনো প্রমাণ ছিল না।

১৩ এপ্রিল ২০১১-এ, বৈজ্ঞানিক জার্নাল নেচার একটি পিয়ার-রিভিউড প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে যাতে বলা হয়েছে যে এখন প্রমাণ আছে যে বহুকোষী ছোট উদ্ভিদ পৃথিবীতে উপস্থিত হয়েছিল যখন পবিত্র বাইবেলের ঈশ্বর বলেছিলেন পৃথিবী উদ্ভিদ বের করুক।

নেচার হলো বিশ্বের সর্বাধিক উদ্ধৃত আন্তঃবিষয়ক বৈজ্ঞানিক জার্নাল,—পিয়ার-রিভিউড প্রবন্ধসহ একটি ধর্মনিরপেক্ষ প্রকাশনা।

সৌদি রাজকীয় চিকিৎসক মরিস বুকাইলের মতো নয়, দাওয়ার সবচেয়ে প্রিয় "বিজ্ঞানী" ।

এখন, বিজ্ঞানকে পবিত্র বাইবেলের সাথে মিলিয়ে তুলতে আরও কিছু প্রমাণের প্রয়োজন।

অপেক্ষা করুন, বিজ্ঞান ধীরে ধীরে পবিত্র বাইবেলের সাথে তাল মিলিয়ে চলছে।

দিন ৪: সূর্য ও চাঁদ আসাহ–দেখা দিয়েছে

ইয়োব ৩৮: ৪-৯ ঈশ্বর বলেন যখন তিনি পৃথিবী তৈরি করেছেন, মেঘকে তার পোশাক করেছেন এবং ঘন অন্ধকারকে তার কাপড়।

সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক সময়কাল: এর সাথে একমত।

রবার্ট জাস্ট্রো, নাসার গডার্ড ইনস্টিটিউট ফর স্পেস স্টাডিজের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক: "যে বিজ্ঞানী তার যুক্তির শক্তির উপর বিশ্বাস করে বেঁচেছেন, তার গল্প একটি দুঃস্বপ্নের মতো শেষ হয়। তিনি অজ্ঞতার পর্বতমালা অতিক্রম করেছেন; তিনি সর্বোচ্চ শিখর জয় করতে চলেছেন; যখন তিনি শেষ পাথরের উপর নিজেকে টেনে তোলেন, তখন তিনি একদল ধর্মতাত্ত্বিকের স্বাগত জানান যারা শতাব্দী ধরে সেখানে বসে আছেন।"

চলুন প্রশ্নগুলো দ্রুত পর্যালোচনা করি:

পিপিটি: স্লাইড ৭

(১) আদিপুস্তক ১: ঈশ্বর মহাবিশ্বকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন–সন্ধ্যা ও সকাল–যা ২৪ ঘণ্টার ছয়টি আক্ষরিক দিনকে নির্দেশ করে। আজ বিজ্ঞান আমাদের বলে যে মহাবিশ্ব ছয়টি আক্ষরিক

দিনে সৃষ্টি হতে পারে না বরং বিলিয়ন বছরে। কিছু কি একই সাথে ছয়টি আক্ষরিক দিন এবং বিলিয়ন বছর হতে পারে?

উত্তর:

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাব:

হ্যাঁ, যদি আপনি বিজ্ঞান আরও ভালোভাবে জানেন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবই জনাব ড. জাকির নায়েককে পবিত্র বাইবেলকে অবৈজ্ঞানিক বলে অভিযুক্ত করতে বাধ্য করেছে।

এখন আমার ভাই ও বোনেরা, এটি ছিল তোরাহ, আদিপুস্তকের বই যা কুরআনের অন্তত ২০০০ বছর আগে "ইয়াউম" শব্দ ব্যবহার করেছে।

কুরআন শব্দটি পবিত্র বাইবেল থেকে নিয়েছে।

কুরআন ধারণাটিও পবিত্র বাইবেল থেকে নিয়েছে।

কিন্তু হজরত মুহাম্মদ ক্রমটি ভুল করেছেন। যদি আপনি কোনো উৎস থেকে কিছু নেন, অনুগ্রহ করে সবকিছু সঠিকভাবে ও সম্পূর্ণভাবে অনুলিপি করুন।

(২) আদিপুস্তক ১: ৩-৫ প্রথম দিনে আলো সৃষ্টি হয়েছিল। আদিপুস্তক ১: ১৪-১৯–তারকা ও সূর্য চতুর্থ দিনে সৃষ্টি হয়েছিল। কীভাবে আলোর কারণ চতুর্থ দিনে সৃষ্টি হতে পারে প্রথম দিনে সৃষ্ট আলোর পরে?

পিপিটি স্লাইড ৮

উত্তর:

হিব্রু শব্দটি আসাহ।

আমি নিশ্চিত নই তিনি কোন বিজ্ঞানের বই পড়ছেন। বিজ্ঞান কী বলে?

শুরুতে, ঠিক যে সময়ে পবিত্র বাইবেল ঈশ্বর বলেছেন "আলো হোক" , বিপুল আলোর মুক্তি হয়েছিল।

ছায়াপথ ও সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহ এর ফলে পরে গঠিত হতে শুরু করে।

(৩) আদিপুস্তক ১: ৯-১৩ পৃথিবী তৃতীয় দিনে সৃষ্টি হয়েছিল। পৃথিবী ছাড়া কীভাবে দিন ও রাত হতে পারে?

পিপিটি স্লাইড ৯

উত্তর:

যখন পবিত্র বাইবেল সন্ধ্যা ও সকাল ব্যবহার করে, এটি কোনো সময়কালের শুরু ও শেষ বা শেষ ও শুরুকেও নির্দেশ করতে পারে।

জীবন সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে ভাববাদী মোশি বলেন:

গীতসংহিতা ৯০: ৬ "সকালে এটি ফুলে ওঠে এবং নতুন হয়; সন্ধ্যায় এটি ম্লান হয় ও শুকিয়ে যায়।"

আমরা আমাদের দৈনন্দিন ভাষায়ও এটি ব্যবহার করি।

ইতিহাসের ভোরে–আমরা বুঝি ইতিহাসের শুরুতে।

তার জীবনের সন্ধ্যায়–তার জীবনের শেষে।

জনাব ড. জাকির নায়েকের মতো দাওয়া প্রচারকরা বিশ্বাস করতে পারেন যে শনিবার, রবিবার, সোমবার দীর্ঘ সময়কাল–যুগ।

কিন্তু পবিত্র বাইবেল সকাল ও সন্ধ্যা ব্যবহার করে সময়কালের শুরু ও শেষ নির্দেশ করতে পারবে না।

(৪) আদিপুস্তক ১: ৯-১৩ পৃথিবী তৃতীয় দিনে সৃষ্টি হয়েছিল। আদিপুস্তক ১: ১৪-১৯ সূর্য ও চাঁদ চতুর্থ দিনে সৃষ্টি হয়েছিল। কীভাবে এটা হতে পারে যেহেতু পৃথিবী সূর্য ও চাঁদের অংশ?

পিপিটি স্লাইড ১০

উত্তর:

তৃতীয় দিনে, পৃথিবী বাসযোগ্য হয়েছে, যা বিজ্ঞানও তার সমতুল্য বৈজ্ঞানিক দিনে স্বীকার করে।

চতুর্থ দিন = সূর্য ও চাঁদ–আসাহ–দেখা দেওয়ার জন্য তৈরি।

বিজ্ঞান এর সাথে একমত।

(৫) আদিপুস্তক ১: ১১-১৩ উদ্ভিদ তৃতীয় দিনে অস্তিত্বে এসেছে। আদিপুস্তক ১: ১৪-১৯ সূর্য চতুর্থ দিনে অস্তিত্বে এসেছে। সূর্যালোক ছাড়া উদ্ভিদ কীভাবে অস্তিত্বে আসতে পারে এবং সূর্যালোক ছাড়া কীভাবে টিকতে পারে?

পিপিটি স্লাইড ১১

উত্তর: লক্ষ্য করুন পবিত্র বাইবেল যে শব্দ ব্যবহার করেছে–বের করে আনো–দাশা, যা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া বোঝায়।

জীবন দেখা দিতে শুরু করেছে।

১৩ এপ্রিল ২০১১-এ, বৈজ্ঞানিক জার্নাল নেচার একটি পিয়ার-রিভিউড প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে যাতে বলা হয়েছে যে এখন প্রমাণ আছে যে বহুকোষী ছোট উদ্ভিদ পৃথিবীতে উপস্থিত হয়েছিল যখন পবিত্র বাইবেলের ঈশ্বর বলেছিলেন পৃথিবী উদ্ভিদ বের করুক।

আমরা এটি ইয়োবেও পড়ি।

ইয়োব ৩৮: ৪-৯ ঈশ্বর বলেন যখন তিনি পৃথিবী তৈরি করেছেন, মেঘকে তার পোশাক করেছেন এবং ঘন অন্ধকারকে তার কাপড়।

প্রশ্ন ৬: আদিপুস্তক ১: ১৬ ঈশ্বর দুটি আলো সৃষ্টি করেছেন। কীভাবে চাঁদকে আলো বলা যায় যেহেতু এর নিজস্ব আলো নেই এবং হিব্রু অনুবাদ বোঝায় নিজস্ব আলোসম্পন্ন প্রদীপ।

পিপিটি স্লাইড ১২

উত্তর:

আলোর জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটি মা' ওর, যার অর্থ একটি আলোকিত বস্তু। সেই আক্ষরিক অর্থে, এখানে কিছুই অবৈজ্ঞানিক নয়। চাঁদ একটি আলোকিত বস্তু।

প্রশ্ন হলো চাঁদের নিজস্ব আলো আছে কিনা। এই পদগুলো চাঁদের নিজস্ব আলো আছে কিনা সেই প্রশ্ন প্রতিষ্ঠা বা বাতিল করে না।

তবে, আমাদের ভাববাদীরা সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন যে চাঁদের আলো প্রতিফলিত আলো।

যিহিষ্কেল ৩২: ৭-৮ "আমি সূর্যকে মেঘ দিয়ে ঢেকে দেব এবং চাঁদ তার আলো দেবে না।"

(৭) ইব্রীয় ১:১০-১১ এবং গীতসংহিতা ১০২:২৫-২৬ অনুসারে, পৃথিবী ধ্বংস হবে। তবে উপদেশক ১:৪ এবং গীতসংহিতা ৭৮: ৬৯ অনুসারে 'পৃথিবী চিরকাল থাকবে।'

পিপিটি স্লাইড ১৩

উত্তর:

ইব্রীয়দের পুস্তকে উদ্ধৃত পদটি গীতসংহিতা থেকে একটি উদ্ধৃতি। প্রশ্নটি দুটি সেট পদের মধ্যে আপাত দ্বন্দ্ব সম্পর্কে।

যদি এটি আপাত দ্বন্দ্ব সম্পর্কে হয়, তবে আমাদের কেবল অদ্বন্দ্বের নিয়ম পরীক্ষা করতে হবে এবং দেখতে হবে দ্বন্দ্বের নিয়ম এখানে প্রযোজ্য কিনা।

অদ্বন্দ্বের নিয়ম বলে দুটি বিপরীত বিবৃতি একই অর্থে একই সময়ে সত্য হতে পারে না। একই অর্থ; একই সময়।

আমরা কীভাবে জানি বাইবেলে ধ্বংস শব্দের অর্থ কী।

পবিত্র বাইবেলে একই শব্দের ব্যবহার দেখুন:

গীতসংহিতা ১০২:২৫-২৬-এ, ধ্বংস (আভাদ) শব্দের অর্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে পারে।

যাত্রাপুস্তক ১০: ৭ "তুমি কি এখনও জান না যে মিসর ধ্বংস হয়েছে?" (আভাদ)

গণনাপুস্তক ২১:২৯-৩০ "হেশবোন ধ্বংস হয়েছে" বা ধ্বংসপ্রাপ্ত। আভাদ।

এখন একই পদ দেখুন:

গীতসংহিতা ১০২: ২৬–তারা ধ্বংস হবে, কিন্তু তুমি স্থায়ী থাকবে; হ্যাঁ, তারা সবাই পোশাকের মতো পুরোনো হবে; চাদরের মতো তুমি তাদের পরিবর্তন করবে, এবং তারা পরিবর্তিত হবে।

এটি পবিত্র বাইবেলের সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা:

২ পিতর ৩: ১০-১৩

গীতসংহিতা ১০৪: ৩০

রোমীয় ৮: ১৮-২৫

প্রকাশিত বাক্য ২১: ১–বর্তমান পৃথিবী ধ্বংস ও পুড়িয়ে ফেলা হবে এবং এটি নতুন হবে এবং নতুন আকাশ ও পৃথিবী থাকবে।

প্রশ্ন ৮: বাইবেল ইয়োব ২৬:১১ বলে যে আকাশের স্তম্ভ কাঁপবে।

পিপিটি স্লাইড ১৪

স্তম্ভ এখানে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে–অর্থ শক্তি। যেমন আমরা বলি তিনি/তিনি আমাদের গির্জার স্তম্ভ।

পরবর্তীতে যখন কোনো মুসলমান এসে বলে এগুলো ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ, তখন আমাদের তাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে এর উচ্চতা, প্রস্থ এবং এটি কী উপাদানে তৈরি, বালি, কাদা, সিমেন্ট ইত্যাদি কিনা।

ইয়োবের পুস্তকে, এটি কেবল শক্তি বোঝাতে পারে।

ইয়োব ২৬: ৭ "তিনি উত্তরের আকাশকে শূন্য স্থানের উপর বিস্তার করেন; তিনি পৃথিবীকে শূন্যের উপর ঝুলিয়ে রাখেন।"

প্রসঙ্গে, ইয়োব ২৬: ১১ কেবল শক্তি বোঝাতে পারে।

প্রশ্ন ৯: পৃথিবীর স্তম্ভ আছে। বাইবেল ১ শমূয়েল ২:৮, ইয়োব ৯:৬ এবং গীতসংহিতা ৭৫: ৩ বলে যে পৃথিবীর স্তম্ভ আছে।

পিপিটি স্লাইড ১৫

উত্তর: যখন পবিত্র বাইবেল পৃথিবী শব্দ ব্যবহার করে, এটি গ্রহ পৃথিবী, ভূমি, কোনো দেশ বা মানুষকে নির্দেশ করতে পারে।

স্যার আইজ্যাক নিউটন, সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, পবিত্র বাইবেলের দানিয়েলের পুস্তক অধ্যায় ২-এর ভাষ্যে বলেছেন যে শাস্ত্রের ভাববাণীমূলক ভাষা শিখতে হবে তার আগে ব্যাখ্যা করতে।

পৃথিবী, তিনি বলেছেন, মানুষকে নির্দেশ করতে পারে।

জনাব ড. জাকিরের সমস্যা হলো তিনি বিজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে বোঝেন না, পবিত্র বাইবেলও বোঝেন না।

এই পদগুলোতে, কেবল স্তম্ভ শব্দই শক্তিকে নির্দেশ করে না, কখনো কখনো পৃথিবী শব্দও রূপকভাবে মানুষকে নির্দেশ করে।

১ শমূয়েল ২: ৮–ঈশ্বর দরিদ্র মানুষদের গৌরবের সিংহাসনে তুলে ধরার কথা বলে যেখানে পৃথিবী ও স্তম্ভ শব্দ রূপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

এখন পরবর্তী পদে আসি:

ইয়োব ৯: ৬–স্তম্ভ শক্তিকে নির্দেশ করে।

ইয়োব ৯: ৬ তিনি পৃথিবীকে তার স্থান থেকে নাড়ান, এবং এর স্তম্ভ কাঁপে।

মনে রাখবেন একই লেখক বলেছেন:

ইয়োব ২৬: ৭ তিনি পৃথিবীকে শূন্যের উপর ঝুলিয়ে রাখেন।”

এখন তৃতীয় পদে আসি:

গীতসংহিতা ৭৫: ৩–স্তম্ভ শক্তিকে নির্দেশ করে। এটি দুষ্ট ও গর্বিতদের প্রতি সতর্কবাণী। আমি কামনা করি জনাব ড. জাকির পবিত্র বাইবেল নিয়ে প্রশ্ন করার আগে স্যার আইজ্যাক নিউটনের মতো বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের উপদেশ মেনে চলতেন।

ভিডিও: ৫ পার্ট ২ খাদ্য ও পুষ্টি

পার্ট ২: খাদ্য ও পুষ্টি এবং বিশ্বাসীদের পরীক্ষা (১:৫৪:৩০-১:৫৯:১৭)

‘খাদ্য ও পুষ্টি’ ক্ষেত্রে চলুন বিশ্লেষণ করি, বাইবেল কী বলে। বাইবেল আদিপুস্তক অধ্যায় ১ পদ ২৯-এ বলে··· ‘ঈশ্বর তোমাদেরকে বীজ ধারণকারী সকল ভেষজ, ফল ধারণকারী গাছ–যেগুলো বীজ ধারণ করে, সেগুলো তোমাদের খাদ্য হিসেবে দিয়েছেন।’ নিউ ইন্টারন্যাশনাল ভার্সন বলে··· ‘বীজ ধারণকারী গাছপালা এবং বীজ ধারণকারী ফলের গাছ তোমাদের জন্য খাদ্য, সেগুলোর সবকিছু।’ আজ এমনকি একজন সাধারণ মানুষও জানে যে বেশ কয়েকটি বিষাক্ত গাছ আছে যেমন বন্য বেরি, স্ট্রিচি, ধতুরা, অ্যালকালয়েড, পলিয়ান্ডার, বাকাইপয়েডযুক্ত গাছ–যেগুলো যদি তুমি গ্রহণ করো, যদি খাও তবে মারা যাওয়ার উচ্চ সম্ভাবনা আছে। মহাবিশ্ব ও মানুষের স্রষ্টা কীভাবে জানেন না যে এই গাছগুলো খেলে তুমি মারা যাবে। আমি আশা করি ড. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল তার রোগীদের এই নিরামিষ খাদ্য দেন না।

বাইবেলের একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা আছে কীভাবে একজন সত্য বিশ্বাসীকে চিহ্নিত করা যায়। এটি মার্কের সুসমাচার অধ্যায় ১৬ পদ ১৭ ও ১৮-এ উল্লেখ আছে–এতে বলা হয়েছে··· ‘সত্য বিশ্বাসীদের জন্য চিহ্ন থাকবে এবং চিহ্নগুলোর মধ্যে–আমার নামে তারা ভূত তাড়াবে, তারা বিদেশি ভাষায় কথা বলবে, নতুন ভাষায়, তারা সাপ তুলবে–এবং যদি তারা মারাত্মক বিষ পান করে, তাদের কোনো ক্ষতি হবে না–এবং যখন তারা অসুস্থদের উপর হাত রাখবে, তারা সুস্থ হবে।’ এটি একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা–বৈজ্ঞানিক পরিভাষায়, এটি একজন সত্য খ্রিস্টান বিশ্বাসীর জন্য ‘নিশ্চিতকরণ পরীক্ষা’ নামে পরিচিত। আমার জীবনের গত ১০ বছরে, আমি ব্যক্তিগতভাবে হাজার হাজার খ্রিস্টানের সাথে কথা বলেছি, মিশনারিসহ–আমি এমন একজন খ্রিস্টানের সাথে দেখা করিনি, যিনি বাইবেলের এই নিশ্চিতকরণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

আমি এমন কোনো খ্রিস্টানের সাথে দেখা করিনি যিনি বিষ পান করেছেন–আমি এমন কাউকে দেখিনি যিনি বিষ পান করেছেন এবং মারা যাননি। এবং বৈজ্ঞানিক পরিভাষায়, এটিকে 'মিথ্যা প্রমাণ পরীক্ষা' ও বলা হয়। এর অর্থ হলো যদি কোনো মিথ্যা ব্যক্তি চেষ্টা করে এবং এই পরীক্ষা করে··· বিষ পান করে, সে মারা যাবে। এবং একজন মিথ্যা ব্যক্তি এই পরীক্ষা করার সাহস করবে না–যদি তুমি সত্য খ্রিস্টান বিশ্বাসী না হও, তুমি এই পরীক্ষা করার সাহস করবে না। কারণ তুমি মিথ্যা প্রমাণ পরীক্ষা চেষ্টা করলে, তুমি ব্যর্থ হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি সত্য খ্রিস্টান বিশ্বাসী নয়, সে কখনো এই পরীক্ষা চেষ্টা করবে না।

আমি ড. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল লিখিত 'দ্য কুরআন অ্যান্ড দ্য বাইবেল ইন দ্য লাইট অফ হিস্ট্রি অ্যান্ড সায়েন্স' বইটি পড়েছি। এবং আমি ধরে নিই–যে তিনি একজন সত্য খ্রিস্টান বিশ্বাসী, এবং অন্তত আমি চাই তিনি আমার কাছে মিথ্যা প্রমাণ পরীক্ষা সম্পর্কে নিশ্চিত করুন। দয়া করে নিশ্চিত থাকুন··· দয়া করে নিশ্চিত থাকুন, আমি ড. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলকে মারাত্মক বিষ পান করতে বলব না–কারণ আমি বিতর্ককে বিপন্ন করতে চাই না। আমি যা করব–আমি কেবল তাকে বিদেশি ভাষায়··· নতুন ভাষায় কথা বলতে বলব। এবং আপনারা অনেকেই জানেন যে ভারত এমন একটি দেশ, যেখানে ১০০০-এরও বেশি ভাষা ও উপভাষা আছে। আমি কেবল তাকে এই ৩টি শব্দ বলতে অনুরোধ করি··· 'একশো টাকা' , ১৭টি সরকারি ভাষায়। ভারতে কেবল ১৭টি সরকারি ভাষা আছে এবং ড. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের জন্য সহজ করতে, আমার কাছে একটি 'একশো টাকার নোট' আছে। এবং এতে সব ১৭টি ভাষা উল্লেখ আছে। ইংরেজি ও হিন্দি ছাড়া, আমি তাকে সাহায্য করব। আমি তাকে শুরু দিই– 'এক সভ রুপাইয়া, হিন্দিতে। বাকি ১৫টি ভাষা এখানে আছে–আমি তাকে পড়তে অনুরোধ করি। আমি জানি পরীক্ষা বলে··· 'তারা নিজেরাই বিদেশি ভাষায় কথা বলবে, পড়ার সাহায্য ছাড়া' –কিন্তু আমি পরীক্ষা সহজ করতে চাই, আমি কাউকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে দেখতে চাই–আমি কাউকে দেখিনি। সুতরাং যদি তিনি নিজে থেকে বা স্মৃতি থেকে বলতে না পারেন, অন্তত পড়ুন। আমার আপত্তি নেই আমি গ্রহণ করব। এবং আমি চেয়ারপারসনকে অনুরোধ করি এটি ড. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলকে দিতে। তার খণ্ডন আছে–১৫টি ভাষা, 'এক সভ রুপাইয়া' ··· কেবল ৩টি শব্দ।

প্রশ্ন ১০: আদিপুস্তক ১: ২৯-এ, ঈশ্বর মানবজাতিকে খাওয়ার জন্য বীজ উৎপাদনকারী সকল ভেষজ দিয়েছেন। তবে কিছু বিষাক্ত গাছ আছে যা যদি কোনো ব্যক্তি খায় তবে নিশ্চিতভাবে মারা যেতে পারে।

পিপিটি স্লাইড ১৬

উত্তর:

জনাব ড. জাকির আদিপুস্তক ১: ২৯ থেকে উদ্ধৃত করছেন।

ঈশ্বর যখন আদম ও হওয়াকে সকল গাছপালা ও বৃক্ষ থেকে খাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন তখন তারা কোথায় ছিলেন? তারা এদন উদ্যানে ছিলেন। এদন উদ্যানে কি কোনো বিষাক্ত গাছপালা ও ভেষজ ছিল? নিশ্চিতভাবে না।

পবিত্র বাইবেল থেকে এটি বুঝতে কি কঠিন? একেবারেই না।

জনাব ড. জাকির হয়তো বলবেন না, আদিপুস্তক ১:২৯ সব সময়ের জন্য।

যুক্তির খাতিরে, চলুন তার সাথে একমত হই। তাহলে কী?

আদিপুস্তক ১:২৭ ঈশ্বর আদম ও হওয়াকে নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন।

ঈশ্বর মানুষের কাছ থেকে জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা আশা করবেন এবং কিছু চিন্তা করার প্রয়োজন।

এখন চলুন কুরআন পড়ি:

সূরা ৫:৯৬-এ কুরআনের আল্লাহ বলেন: "তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তার খাদ্য বৈধ, তোমাদের ও ভ্রমণকারীদের জন্য রসদ হিসেবে।"

তবে, সূরা ৫: ৩–মৃত্যুর আগে জবাই করা ছাড়া সকল মৃত প্রাণী নিষিদ্ধ।

কুরআন স্থল ও সমুদ্রের প্রাণীর মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না।

এখন, বেশিরভাগ মাছ স্থলে আনার আগেই মৃত হয়ে যায়। এটা হালাল নাকি হারাম?

অন্যথায়, তোমাকে সমুদ্রের নিচে যেতে হবে, মাছ ধরতে হবে, বিসমিল্লাহ পড়তে হবে এবং পানিতেই সেগুলো জবাই করতে হবে।

অবশ্যই, আমি জানি আমাদের মুসলিম বন্ধুরা এখন হাদিস উদ্ধৃত করবে।

সুনান আবু দাউদ খণ্ড ১, বই ১: হাদিস ৮৩–সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং এতে যা মরে তা বৈধ।

কিন্তু তাহলে একটি সমস্যা আছে। সমুদ্রে বেশ কয়েকটি বিষাক্ত মাছ আছে। যদি তুমি সেগুলো খাও, সেটাই তোমার শেষ খাবার হবে।

পিপিটি স্লাইড ১৭

আল্লাহ কি জানতেন না যে সমুদ্রে অনেক বিপজ্জনক মাছ ও অন্যান্য বিষাক্ত প্রাণী আছে যেমন এগুলো?

তুমি এমনকি বলতে পারো না যে সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করো।

জনাব ড. জাকির যেমন বলেন ইসলাম একটি জীবনপদ্ধতি।

উদাহরণস্বরূপ:

সহীহ বুখারী খণ্ড ১: বই ৪: হাদিস ১৬৯–কীভাবে জুতো পরতে হয়, চুল আঁচড়াতে হয়, নিজেকে ধুতে হয়।

যদি ইসলামকে তোমাকে বলতে হয় কীভাবে জুতো পরতে হয়, চুল আঁচড়াতে হয় এবং নিজেকে ধুতে হয়, তাহলে এমন গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি তথ্য বাদ দেওয়ার কোনো অজুহাত, কোনো কারণ, কোনো যৌক্তিকতা নেই।

প্রশ্ন ১১: জনাব ড. জাকির নায়েক মার্ক ১৬: ১৭-১৮ উদ্ধৃত করেছেন এবং অনেক খ্রিস্টানকে ভাষায় কথা বলতে ও বিষ পান করতে চ্যালেঞ্জ করেছেন।

প্রথমত, এটি প্রভুর কোনো আদেশ নয় যে প্রত্যেক বিশ্বাসীকে বিষ পান করে নিজেকে বিশ্বাসী প্রমাণ করতে হবে। এটি কোনো পরীক্ষাও নয়।

যখন পরে জনাব ড. জাকিরকে বলা হয়েছিল যে পবিত্র বাইবেল প্রভু ঈশ্বরকে পরীক্ষা করার অনুমতি দেয় না, তখন জনাব ড. জাকির যুক্তি দিয়েছিলেন যে তুমি প্রভুকে পরীক্ষা করছ না বরং মানুষকে।

যদি ঈশ্বর তোমাকে পবিত্র বাইবেল অনুসারে উপহার ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, এবং যদি তুমি পরীক্ষা করছ যে সেই উপহার ও প্রতিশ্রুতি কাজ করে কিনা, তুমি কাকে পরীক্ষা করছ–ঈশ্বরকে নাকি মানুষকে?

উদাহরণস্বরূপ:

সূরা ১৭: ৮২ “এবং আমরা কুরআন থেকে নাজিল করি যা বিশ্বাসীদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু অত্যাচারীদের জন্য তা কেবল ক্ষতিই বাড়ায়।”

সহীহ আল বুখারী খণ্ড ৩: ৩৬: ৪৭৬–একজন ব্যক্তিকে সাপ কামড়েছিল, এবং হজরত মুহাম্মদের একজন সাহাবী সূরা ফাতিহা, সূরা ১ পাঠ করেছিলেন এবং ব্যক্তিটি তৎক্ষণাৎ সুস্থ হয়েছিলেন। হজরত মুহাম্মদ বলেছিলেন তুমি সঠিক কাজ করেছ এবং ফি-এর একটি অংশও নিয়েছিলেন।

সহীহ আল বুখারী খণ্ড ৬: ৬১: ৫২৯

সহীহ বুখারী খণ্ড ৭: ৭১: ৬৩২

সহীহ বুখারী খণ্ড ৭: ৭১: ৬৩৩

সহীহ বুখারী খণ্ড ৭: ৭১: ৬৪৫

এটি কি হাফিজের পাঠের শক্তি নাকি আল্লাহর শক্তি যা এতে সাহায্য করে?

অবশ্যই, পরবর্তীবার আমরা দাওয়া প্রচারকদের বিষ পান করে ও সূরা ১ পাঠ করে কুরআন প্রমাণ করতে বলতে পারি।

দাওয়া প্রচারকরা প্রায়ই এই ধরনের সস্তা কৌশল ও নাটকীয়তা ব্যবহার করে চুলকানি কানের লোকদের মুগ্ধ করার চেষ্টা করে।

এই নাটকীয়তাগুলো মৃত আহমেদ দিদাত জনপ্রিয় করেছিলেন, যিনি বিতর্কে সঠিক যুক্তির চেয়ে বেশি নাটক ও নাটকীয়তা করতেন।

জনাব ড. জাকিরের মতো দাওয়া প্রচারকরা এটি দিদাতের কাছ থেকে নেন।

এই ভিডিওটি শোনো।

ভিডিও: ৬ জাকির আহমেদ দিদাত সম্পর্কে

চাচার থালা থেকে নেওয়া ঠিক আছে। কিন্তু দয়া করে পরীক্ষা করো চাচার কী হয়েছে এবং এই সব পয়েন্টে তাকে উত্তর দেওয়া হয়েছে কিনা। ইতিমধ্যে উত্তর দেওয়া প্রশ্নগুলো পুনর্ব্যবহার করো না।

দাওয়া প্রচারকরা এই কৌশলগুলো পুনর্ব্যবহার করবে।

এই বছর যখন আমাদের পবিত্র বাইবেল নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল, চেন্নাইয়ের আরেক চাচা এই কৌশল নিয়ে এসেছিলেন। আমরা তাকে এভাবে উত্তর দিয়েছিলাম।

ভিডিও: ৭ বিষ

চলুন ধর্মীয় বিতর্ককে নাটকীয়তার প্রদর্শনীতে পরিণত না করি।

পিপিটি স্লাইড ১৯

তবে, যদি দাওয়া প্রচারকরা এমন পদ্ধতি ব্যবহার করতে থাকে, আমরা কেবল তাদের প্রশ্নের উত্তরই দিতে পারি না বরং আরও এমন যাচাই ও মিথ্যা প্রমাণ পরীক্ষা দিয়ে সৌজন্য ফিরিয়ে দিতে পারি।

ভিডিও ৮ পার্ট ৩ জলবিদ্যা

পার্ট ৩: জলবিদ্যা ও চিকিৎসা (১:৫৯:১৮-২:০৩:৫৩)

(ড. নায়েক) 'জলবিদ্যা' সম্পর্কে বাইবেল কী বলে? বাইবেল আদিপুস্তক অধ্যায় ৯ পদ ১৩ থেকে ১৭ বলে··· 'ঈশ্বর, নূহের সময়ে বন্যায় পৃথিবী ডুবিয়ে দেওয়ার পর, এবং বন্যা থেমে যাওয়ার পর, তিনি বলেছিলেন··· 'আমি আকাশে রংধনু স্থাপন করেছি মানুষজাতির সাথে প্রতিশ্রুতি হিসেবে আর কখনো পানি দিয়ে পৃথিবী ডুবিয়ে দেব না।' অবৈজ্ঞানিক ব্যক্তির কাছে এটি বেশ ভালো হতে পারে··· 'ওহ রংধনু সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের চিহ্ন, আর কখনো বন্যায় পৃথিবী ডুবিয়ে দেবেন না।'

কিন্তু আজ আমরা খুব ভালোভাবে জানি যে রংধনু সূর্যালোকের প্রতিসরণের কারণে হয়, বৃষ্টি বা কুয়াশার সাথে। নিশ্চিতভাবে নূহের (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) সময়ের আগে হাজার হাজার রংধনু থাকতে হবে। নূহের সময়ের আগে এটি ছিল না বলতে হলে তোমাকে ধরে নিতে হবে যে প্রতিসরণের নিয়ম বিদ্যমান ছিল না–যা অবৈজ্ঞানিক।'

চিকিৎসা ক্ষেত্রে, বাইবেল লেবীয় পুস্তক অধ্যায় ১৪ পদ ৪৯ থেকে ৫৩ বলে–এটি কুষ্ঠরোগের মহামারী থেকে একটি বাড়ি জীবাণুমুক্ত করার একটি নতুন উপায় দেয়··· কুষ্ঠরোগের মহামারী থেকে একটি বাড়ি জীবাণুমুক্ত করা। এতে বলা হয়েছে··· 'দুটি পাখি নাও, একটি পাখি মেরে ফেলো, কাঠ নাও, স্কেল করো–এবং অন্য জীবিত পাখি, এটিকে পানিতে··· এবং চলমান পানির নিচে ডুবাও–পরে এটি দিয়ে বাড়িতে ৭ বার ছিটাও। কুষ্ঠরোগের মহামারীর বিরুদ্ধে জীবাণুমুক্ত করতে রক্ত দিয়ে বাড়ি ছিটাবে? তুমি জানো রক্ত জীবাণু, ব্যাকটেরিয়া এবং টক্সিনের ভালো মাধ্যম–আমি আশা করি ড. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল অপারেশন থিয়েটার জীবাণুমুক্ত করার এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন না।

(ড. নায়েক) লেবীয় পুস্তক অধ্যায় ১২ পদ ১ থেকে ৫-এ উল্লেখ আছে, এবং আমরা চিকিৎসাগতভাবে জানি যে একজন মা সন্তান জন্ম দেওয়ার পর, প্রসবোত্তর সময়কাল, এটি অস্বাস্থ্যকর। 'অশুচি' বলা ধর্মীয়ভাবে–আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু লেবীয় পুস্তক অধ্যায় ১২ পদ ১ থেকে ৫ বলে··· 'একজন নারী পুত্র সন্তান জন্ম দিলে, সে ৭ দিন অশুচি থাকবে, এবং অশুচির সময়কাল আরও ৩৩ দিন চলবে। যদি সে কন্যা সন্তান জন্ম দেয়, সে দুই সপ্তাহ অশুচি থাকবে, এবং অশুচির সময়কাল আরও ৬৬ দিন চলবে। সংক্ষেপে, যদি কোনো নারী পুত্র সন্তান··· 'একটি ছেলে' জন্ম দেয়, সে ৪০ দিন অশুচি থাকে। যদি সে কন্যা সন্তান··· 'একটি মেয়ে' জন্ম দেয়, সে ৮০ দিন অশুচি থাকে। আমি চাই ড. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল আমাকে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করুন, কীভাবে একজন নারী কন্যা সন্তান জন্ম দিলে পুত্র সন্তানের তুলনায় দ্বিগুণ সময় অশুচি থাকে।

(ড. নায়েক) বাইবেলের ব্যভিচারের একটি খুব ভালো পরীক্ষাও আছে–কীভাবে জানা যায় একজন নারী ব্যভিচার করেছে কিনা, গণনাপুস্তক অধ্যায় ৫ পদ ১১ থেকে ৩১-এ। আমি কেবল সংক্ষেপে বলব। এতে বলা হয়েছে··· 'যাজক একটি পাত্রে পবিত্র পানি নেবেন, মেঝে থেকে ধুলো নেবেন, এবং পাত্রে রাখবেন–এবং সেটাই তিক্ত পানি 'এবং অভিশাপ দেওয়ার পর, নারীকে দেবেন এবং যদি নারী ব্যভিচার করে থাকে, সে পান করার পর, অভিশাপ তার শরীরে প্রবেশ করবে, পেট ফুলে উঠবে, উরু পচে যাবে, এবং সে লোকদের দ্বারা অভিশপ্ত হবে। যদি নারী ব্যভিচার না করে থাকে, সে শুচি থাকবে এবং সে বীজ ধারণ করবে। একজন নারী ব্যভিচার করেছে কিনা তা চিহ্নিত করার একটি নতুন পদ্ধতি। তুমি জানো আজ পৃথিবীতে, বিশ্বের বিভিন্ন অংশে, বিভিন্ন আদালতে হাজার হাজার মামলা ঝুলে আছে–কেবল এই অনুমানের উপর যে কেউ অভিযোগ করেছে একজন নারী ব্যভিচার করেছে। আমি সংবাদপত্রে পড়েছি, এবং গণমাধ্যম থেকে জেনেছি, যে এই মহান দেশের রাষ্ট্রপতি মি. বিল ক্লিনটন, প্রায় ২ বছর আগে একটি যৌন কেলেঙ্কারিতে জড়িত ছিলেন। আমি অবাক হই, কেন আমেরিকান আদালত ব্যভিচারের এই 'তিক্ত পানি পরীক্ষা' ব্যবহার করেনি? তিনি তৎক্ষণাৎ মুক্তি পেতেন। কেন এই মহান দেশের খ্রিস্টান মিশনারিরা, বিশেষ করে যারা চিকিৎসা ক্ষেত্রে

আছেন যেমন আমার সম্মানিত ড. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল, তাদের রাষ্ট্রপতিকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দিতে এই তিক্ত পানি পরীক্ষা ব্যবহার করেননি?

পার্ট ৩-এর উত্তর: জলবিদ্যা

প্রশ্ন ১২: আদিপুস্তক ৯: ১৩-১৭-এ ঈশ্বর রংধনুকে ঈশ্বর ও নূহের মধ্যে চুক্তির চিহ্ন হিসেবে স্থাপন করেছেন। জনাব ড. জাকিরের এতে দুটি উপ-প্রশ্ন আছে–(ক) রংধনু কি প্রতিসরণের নিয়মে গঠিত হয় নাকি ঈশ্বর এটি স্থাপন করেছেন? (খ) নূহের সময়ের আগে কি প্রতিসরণের নিয়ম বিদ্যমান ছিল?

পিপিটি স্লাইড ২০

উত্তর:

যখন কোনো খ্রিস্টান বা মুসলমান বলে যে ঈশ্বর কিছু সৃষ্টি করেছেন বা পাঠিয়েছেন বা স্থাপন করেছেন, এটি প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে বাতিল করে না বরং এর অর্থ ঈশ্বরই প্রাকৃতিকের পেছনের স্রষ্টা।

বাস্তবে, একজন মুসলমান হিসেবে, জনাব ড. জাকিরের কখনো এই প্রশ্ন তোলা উচিত ছিল না। উদাহরণস্বরূপ:

সূরা ৫০: ৯ "এবং আমরা আকাশ থেকে বরকতময় বৃষ্টি পাঠিয়েছি এবং এর দ্বারা বাগান ও ফসলের শস্য উৎপন্ন করেছি।"

জনাব ড. জাকিরের যুক্তি অনুসারে, আমাদের ধরে নিতে হবে যে কুরআন জলচক্রকে বাতিল করে।

সুতরাং, জনাব ড. জাকিরের প্রথম প্রশ্ন ছিল ভিত্তিহীন।

বাস্তবে, পবিত্র বাইবেল রংধনু ও সূর্যালোকের প্রতিসরণের সাথে বৃষ্টি বা কুয়াশার সংযোগ সম্পর্কে সঠিকভাবে বলে।

যিহিষ্কেল ১: ২৮ "বৃষ্টির দিনে মেঘে রংধনুর আবির্ভাবের মতো।"

আরও,

নূহের আগে কি প্রতিসরণের নিয়ম বিদ্যমান ছিল?

আদিপুস্তক ৯: ১৩ "আমি আমার রংধনু মেঘে স্থাপন করেছি, এবং এটি আমার ও পৃথিবীর মধ্যে চুক্তির চিহ্ন হবে।"

স্ট্রংস এইচ৫৪১৪–এই শব্দের বিভিন্ন অর্থ আছে, আলাদা করা, উৎসর্গ করা, দেওয়া ইত্যাদি।
আদিপুস্তক ১৫: ১৮ "সেই দিনে সদাপ্রভু অব্রামের সাথে চুক্তি করে বলেছিলেন: 'তোমার বংশধরদেরকে আমি এই দেশ দিয়েছি, মিসরের নদী থেকে মহান নদী, ইউফ্রেটিস নদী পর্যন্ত। ' "
আদিপুস্তক ২১: ২৭ "সুতরাং অব্রাহাম মেষ ও ষাঁড় নিয়ে অবিমেলককে দিয়েছিলেন, এবং তাঁরা দুজনে চুক্তি করেছিলেন।"
স্থাপন করার হিব্রু শব্দ, নাথান, অগত্যা সৃষ্টি করা বোঝায় না বরং কোনো উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা বা আলাদা করা।
একইভাবে:
আদিপুস্তক ৯:১৩–ঈশ্বর রংধনুকে নূহের সাথে চুক্তির চিহ্ন হিসেবে দিয়েছেন।
রংধনু সবসময় বিদ্যমান ছিল কিন্তু এর কোনো বিশেষ অর্থ ছিল না।
কিন্তু এখন রংধনুর একটি বিশেষ অর্থ আছে–এটিকে নূহের সাথে চুক্তির চিহ্ন হিসেবে দেওয়া হয়েছে।

পার্ট ৪: চিকিৎসা
ভিডিও: ৯ পার্ট ৪ চিকিৎসা
প্রশ্ন ১৩: জনাব ড. জাকির লেবীয় পুস্তক ১৪:৪৯-৫৩ উদ্ধৃত করে বলেছেন যে পবিত্র বাইবেল জীবাণুমুক্ত করতে রক্ত ব্যবহার করতে শেখায়।
পিপিটি স্লাইড ২১
উত্তর: জনাব ড. জাকিরকে খণ্ডন করতে বেশিরভাগ সময় আপনাকে কেবল উপরের পদ ও নিচের পদ পড়তে হবে।
সুতরাং, চলুন উপরের পদ পড়ি।
লেবীয় পুস্তক ১৪: ৪৮ – বলে যাজককে নিশ্চিত করতে হবে যে মহামারী সেরে গেছে এবং এটিকে শুচি বলে ঘোষণা করতে হবে।
লেবীয় পুস্তক ১৪: ৪৮ "কিন্তু যদি যাজক ভিতরে এসে পরীক্ষা করেন, এবং বাড়ি প্লাস্টার করার পর সত্যিই মহামারী বাড়িতে ছড়ায়নি, তবে যাজক বাড়িটিকে শুচি বলে ঘোষণা করবেন, কারণ মহামারী সেরে গেছে।"

সুতরাং, রক্ত প্রয়োগ করা হয় কেবল তখনই যখন যাজক নিশ্চিত করেন যে মহামারী সেরে গেছে এবং চিকিৎসাগত অর্থে এটিকে শুচি বলে ঘোষণা করেন।

তাহলে কেন লেবীয় পুস্তক ১৪: ৪৯ – ইতিমধ্যে শুচি বলে ঘোষণা করা হয়েছে বলে রক্ত ব্যবহার করতে বলছে?

আপনি নিচের পদগুলো পড়ুন।

লেবীয় পুস্তক ১৪:৫২-৫৩ "এবং তিনি পাখির রক্ত, চলমান পানি ও জীবিত পাখি, এরস কাঠ, হিসপ ও লাল সুতো দিয়ে বাড়ি শুচি করবেন। তারপর তিনি জীবিত পাখিটিকে শহরের বাইরে খোলা মাঠে ছেড়ে দেবেন, এবং বাড়ির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবেন, এবং এটি শুচি হবে।"

প্রথমবার বাড়িটিকে চিকিৎসাগত অর্থে শুচি বলে ঘোষণা করা হয় কারণ মহামারী সেরে গেছে। এটি ইতিমধ্যে সংক্রমণমুক্ত।

দ্বিতীয়বার রক্ত ব্যবহার করা হয় এবং বাড়িটিকে কোন অর্থে শুচি বলে ঘোষণা করা হয়– প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য, ধর্মীয় অর্থে।

পবিত্র বাইবেলে এটি স্ফটিকের মতো পরিষ্কার।

যদি তিনি যাত্রাপুস্তক ১২, যাত্রাপুস্তক ২৪, লেবীয় পুস্তক ১৬, লেবীয় পুস্তক ১৭: ১১ পড়তেন, তাহলে তিনি বুঝতেন যে রক্তের মাধ্যমে মুক্তি আছে, রক্তের মাধ্যমে চুক্তি স্থাপিত হয়, রক্তের মাধ্যমে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। আমরা ইঞ্জিল, নতুন নিয়মে এগুলোর সবকিছুর পরিপূর্ণতা দেখি।

রোমীয় ৫:৯, ইফিষীয় ১:৭, ১ যোহন ১: ৭, মথি ২৬:২৮-এ আমরা পড়ি যে যীশু খ্রিস্টের রক্তের মাধ্যমে চুক্তি স্থাপিত হয়, আমরা ন্যায়সঙ্গত ও মুক্তিপ্রাপ্ত হই।

বাস্তবে, মুসলমানদের বলিদান ও রক্তের গুরুত্ব বুঝতে সাহায্য করার জন্য, আমাদের ভাইয়েরা 'সত্য প্রকাশিত' নামে একটি বই প্রকাশ করেছেন।

এটি এই অডিটোরিয়ামের বাইরে পাওয়া যায়; আপনি একটি কপি বিনামূল্যে সংগ্রহ করতে পারেন।

প্রশ্ন ১৪: লেবীয় পুস্তক ১২–পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তানের মায়ের অশুচি দিনের সংখ্যা ভিন্ন। জনাব ড. জাকির নায়েক আমাদের এর বৈজ্ঞানিক কারণ দিতে চান।

পিপিটি স্লাইড ২২

পুত্র ও কন্যা সন্তানের জন্য ধর্মীয়ভাবে অশুচি দিনের সংখ্যা ভিন্ন হওয়ায় কিছুই অবৈজ্ঞানিক নেই। তবে, দিনের পার্থক্যের কারণ বিজ্ঞান হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। এটি নৈতিক, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক কারণ হতে পারে।

চলুন লেবীয় পুস্তক ১২ দেখি পার্থক্যের কোনো কারণ আছে কিনা।

লেবীয় পুস্তক ১২ সন্তান জন্ম সম্পর্কিত তিনটি বিষয় নিয়ে কথা বলে।

লেবীয় পুস্তক ১২: ২, ৪-৫ অশুচি দিনের সংখ্যা সম্পর্কে।

লেবীয় পুস্তক ১২: ৩ – সুন্নত সম্পর্কে।

লেবীয় পুস্তক ১২: ৬-৮ বলিদান সম্পর্কে।

কী একই? বলিদানগুলো একই:

লেবীয় পুস্তক ১২: ৬ যখন তার শুচিকরণের দিনগুলো পূর্ণ হয়, পুত্র বা কন্যা যাই হোক, তিনি যাজকের কাছে এক বছরের একটি মেষশাবক হোমবলি হিসেবে এবং একটি কবুতর বা ঘুঘু পাপবলি হিসেবে সমাগম তাঁবুর দরজায় আনবেন।

- এটি পুত্র ও কন্যা সন্তান উভয়ের অশুচি দিনের সংখ্যা সম্পর্কে বলে।

কী ভিন্ন?

অশুচি দিনের সংখ্যা ভিন্ন এবং সুন্নত কেবল পুত্র সন্তানের জন্য।

ধর্মীয় কারণ:

(ক) পুরুষ সুন্নত উৎসাহিত করা

আদিপুস্তক ১৭: ১২ “তোমাদের মধ্যে যে আট দিন বয়সী, সে সুন্নত করা হবে, তোমাদের বংশধরদের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষ সন্তান, যে তোমার ঘরে জন্মেছে বা কোনো বিদেশির কাছ থেকে অর্থ দিয়ে কেনা হয়েছে যে তোমার বংশধর নয়।”

লেবীয় পুস্তক ১২: ৩ “এবং অষ্টম দিনে তার অগ্রত্বকের মাংস সুন্নত করা হবে।”

(খ) নারী সুন্নত নিরুৎসাহিত করা

এখন চলুন সাংস্কৃতিক কারণগুলো দেখি। প্রাচীন মিসরে বা এমনকি অনেক দেশে এখনও নারী সুন্নত প্রচলিত কিন্তু পবিত্র বাইবেলে কখনো নয়।

উদাহরণস্বরূপ, যেহেতু আমরা ইসলাম নিয়ে আলোচনা করছি, চলুন ইসলামের ক্ষেত্রে দেখি। কুরআন পুরুষ বা নারী সুন্নতের আদেশ দেয় না।

সহীহ মুসলিম, বই ০০৩, নম্বর ০৬৮৪
সুনান আবু দাউদ, বই ১: ২১৬
সুনান আবু দাউদ: বই ৩৬: ৫২৫১
ইমাম মালিকের মুয়াত্তা বই ২: ৭৩
ইমাম মালিক বই ২: ৭৪

পবিত্র বাইবেল তার আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঘৃণ্য প্রথাগুলো নিরুৎসাহিত করে এবং স্বাস্থ্যকর ও নৈতিক প্রথাগুলো উৎসাহিত করে।
পুত্র ও কন্যা সন্তানের অশুচি দিনের সংখ্যা পরিবর্তন করে, পবিত্র বাইবেল জোর দেয় যে কন্যা সন্তানকে কখনো সুন্নত করা উচিত নয়।

(গ) নারীদের প্রতি অগ্রাধিকারমূলক আচরণ
এখন চলুন সামাজিকভাবে দেখি। বাস্তবে আনুষ্ঠানিক অশুচিতা হলো ধর্মীয়, সামাজিক ও পারিবারিক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা। অন্য কথায়, এটি এক ধরনের বিশ্রাম। যদি পুত্র সন্তান হয়, মা ৪০ দিন ছুটি পান। যদি কন্যা সন্তান হয়, মা ৮০ দিন ছুটি পান। এটি নারীদের প্রতি অগ্রাধিকারমূলক আচরণ নামে পরিচিত।
বাস্তবে, নারীদের এই অগ্রাধিকারমূলক আচরণ পবিত্র বাইবেলের বাকি অংশের সাথে মিলে যায় যা আমি পরবর্তী প্রশ্নে শীঘ্রই ব্যাখ্যা করব।

সূরা ২: ১৮২ এবং তোমাদের নিজেদের পুরুষদের মধ্যে দুজন সাক্ষী নাও, এবং যদি দুজন পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দুজন নারী যেমন তোমরা সাক্ষী হিসেবে বেছে নাও– যাতে যদি তাদের একজন ভুল করে, অন্যজন তাকে মনে করিয়ে দিতে পারে।
লক্ষ্য করুন, এখানে আয়াতটি আমাদের বলে যে এটি দুজন পুরুষ হতে পারে এবং যদি দুজন পুরুষ না থাকে, তবে একজন পুরুষ ও দুজন নারী।

দুজন নারী একজন পুরুষের সমান। নারীরা একা সাক্ষী হতে পারে না।
সহীহ বুখারী খণ্ড ১:৯:৪৯০, ৪৯৩, ৪৯৮ একজন পথচারী নারী, একটি কুকুর এবং একটি বানর নামাজ বাতিল করে।

প্রশ্ন ১৫: গণনাপুস্তক ৫: ১১-৩১ অনুসারে, ব্যভিচারের সন্দেহভাজন একজন নারীকে যাজকের সামনে আনতে হবে। তিনি কিছু ধর্মীয় আচার পালন করেন এবং তাকে তিক্ত পানি পান করান। জনাব ড. জাকির নায়েক জানতে চান কেন এই পরীক্ষা এখনও আদালতে করা হয় না।

পিপিটি স্লাইড ২৩
উত্তর:
প্রথম এবং সর্বাগ্রে, এটি পুরাতন নিয়মের অধীনে একটি অলৌকিক বিচার। যে কেউ অনুচ্ছেদটি সঠিকভাবে পড়বে সে বুঝবে যে এটি বাস্তবে একটি অলৌকিক বিচার। পবিত্র বাইবেল স্পষ্টভাবে এটিকে পুরাতন নিয়মের অধীনে একটি অলৌকিক বিচার হিসেবে উপস্থাপন করে।
চলুন একই অধ্যায় পড়ি।
গণনাপুস্তক ৫: ১৮ “তখন যাজক নারীকে সদাপ্রভুর সামনে দাঁড় করাবেন”
গণনাপুস্তক ৫: ২১ “সদাপ্রভু তোমাকে তোমার লোকদের মধ্যে অভিশাপ ও শপথ করুন, যখন সদাপ্রভু তোমার উরু পচাবেন এবং তোমার পেট ফোলাবেন।”
অভিযুক্ত নারী যিহোবার সামনে দাঁড়াবে, যদি সে পাপ করে থাকে, যিহোবা তার উরু পচাবেন এবং পেট ফোলাবেন। খুব স্পষ্টভাবে এটি একটি অলৌকিক শাস্তি।
যখন আপনি এটিকে সেই সময়ের অন্যান্য ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের সাথে তুলনা করেন, আপনি দেখবেন যে পবিত্র বাইবেল আবার নারীদের প্রতি অগ্রাধিকারমূলক আচরণ দেয়।
ব্যাবিলনে, অবিশ্বস্ততার সন্দেহভাজন নারীদের ইউফ্রেটিস নদীতে ফেলে দেওয়ার প্রথা ছিল। যদি সে ডুবে না যায়, তাকে নির্দোষ বলে গণ্য করা হতো।
কিছু অন্যান্য সংস্কৃতিতে, অবিশ্বস্ততার সন্দেহভাজন নারীদের আগুনের মধ্য দিয়ে যেতে বলা হতো, যদি তারা বেঁচে থাকে, তারা নির্দোষ। যদি না হয়, তারা দোষী।

এটিকে কুরআনের সাথে তুলনা করুন:
সূরা ৪:৩৪ "পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল, যদি তোমরা নারীদের কাছ থেকে বিদ্রোহের আশঙ্কা করো, তাদের উপদেশ দাও এবং বিছানা থেকে আলাদা করো, এবং তাদের প্রহার করো।"
সহীহ বুখারী খণ্ড ৭: বই ৭২: হাদিস ৭১৫–একজন নারী এসে হজরত মুহাম্মদের কাছে অভিযোগ করেছিল যে তার স্বামী তাকে প্রহার করেছে।
উল্লেখ আছে তার ত্বকের রঙ তার ঘোমটার মতো সবুজ হয়ে গিয়েছিল এর কারণে। তার স্বামীও এসে তার তথাকথিত কারণগুলো ব্যাখ্যা করেছিল। হজরত মুহাম্মদ কি কখনো তার স্ত্রীকে অসদাচরণ করার জন্য তিরস্কার করেছিলেন? না, কিছুই না, দোষ নারীর হয়ে গেল।
সুনান আবু দাউদ: বই ৫: হাদিস ২১৪২: ইবন-আল-খাত্তাব বর্ণিত: নবী বলেছেন: একজন পুরুষকে জিজ্ঞাসা করা হবে না কেন সে তার স্ত্রীকে প্রহার করেছে।"
তোরাহে, যে স্বামী স্ত্রীর অবিশ্বস্ততা সন্দেহ করে, সে নিজের হাতে বিষয়টি নিতে পারে না, তার স্ত্রীকে শাস্তি দিতে পারে না। তাকে ঈশ্বরের বিচারের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। এটি পতনশীল মানুষদের দ্বারা এতবার মিথ্যা সন্দেহ দ্বারা পরিচালিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যিকারের সুরক্ষা।

এখন চলুন কুরআন দেখি:
সূরা ২:৭২-৩ – আল্লাহ লোকদের একটি গাভী হত্যা করতে এবং মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে তার নিজের হত্যার রহস্য সমাধান করতে এবং তার নিজের খুনির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে আদেশ করেন?
জনাব ড. জাকির নায়েক এই পদ্ধতি ব্যবহার করে একটি গোয়েন্দা সংস্থা শুরু করতে পারেন।

ভিডিও ১০ পার্ট ৫ গণিত
পার্ট ৪: গণিত এবং উপসংহার (২:০৩:৫৪-২:১২:০০)
(ড. নায়েক) 'গণিত' একটি শাখা, যা বিজ্ঞানের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, যার সাহায্যে আপনি সমস্যা সমাধান করতে পারেন ইত্যাদি। বাইবেলে হাজার হাজার দ্বন্দ্ব আছে–শত শত গণিত নিয়ে, এবং আমি প্রথমে কয়েকটিতে স্পর্শ করব। এটি ইজরা অধ্যায় ২ পদ ১ এবং

নেহেমিয়া অধ্যায় ৭ পদ ৬-এ উল্লেখ আছে, প্রসঙ্গ যে··· 'যখন লোকেরা নির্বাসন থেকে ফিরে এসেছিল, ব্যাবিলন থেকে, যখন ব্যাবিলনের রাজা নেবুচাদনেজার, যখন তিনি ইস্রায়েলের লোকদের মুক্ত করেছিলেন, তারা বন্দিত্ব থেকে ফিরে এসেছিল' –এবং লোকদের তালিকা দেওয়া আছে। তালিকা ইজরা অধ্যায় ২ পদ ২ থেকে ৬৩ এবং নেহেমিয়া অধ্যায় ৭ পদ ৭ থেকে ৬৫ পর্যন্ত দেওয়া আছে; তালিকা নামসহ এবং মুক্তিপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যাসহ দেওয়া আছে। এই ৬০টি পদে অন্তত ১৮ বার–নাম ঠিক একই কিন্তু সংখ্যা ভিন্ন। এই দুটি অধ্যায়ের ৬০টিরও কম পদে অন্তত ১৮টি দ্বন্দ্ব আছে। এটি তালিকা–আমার তালিকা চালিয়ে যাওয়ার সময় নেই–৬০টিরও কম পদে অন্তত ১৮টি ভিন্ন দ্বন্দ্ব আছে।

আরও এটি ইজরা অধ্যায় ২ পদ ৬৪-এ উল্লেখ আছে যে··· 'মোট মণ্ডলী, যদি আপনি যোগ করেন··· যদি আপনি যোগ করেন, এটি ৪২,৩৬০ হয়।' এবং যদি আপনি নেহেমিয়া অধ্যায় ৭ পদ ৬৬ পড়েন, সেখানেও মোট একই ৪২,৩৬০। কিন্তু যদি আপনি এই সব পদ যোগ করেন–যা আমাকে আমার হোমওয়ার্ক করতে হয়েছিল–এটি ইজরার তালিকা··· এটি নেহেমিয়ার তালিকা। ইজরা অধ্যায় ২, নেহেমিয়া অধ্যায় ৭–যদি আপনি যোগ করেন–আমাকে আমার হোমওয়ার্ক করতে হয়েছিল··· যদি আপনি যোগ করেন, ইজরা অধ্যায় ২–এটি ৪২,৩৬০ হয় না–এটি ২৯,৮১৮ হয়। এবং যদি আপনি নেহেমিয়া অধ্যায় ৭ যোগ করেন, তবুও এটি ৪২,৩৬০ হয় না–এটি ৩১,০৮৯ হয়। বাইবেলের লেখক, যাকে 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর' বলে ধরে নেওয়া হয়, সাধারণ যোগ জানেন না। যদি আপনি এই সমস্যাটি এমন একজনকে দেন যিনি প্রাথমিক স্কুল পাস করেছেন, তিনি সঠিক উত্তর পেতে পারবেন। যদি আপনি সব ৬০টি পদ যোগ করেন, এটি এত সহজ। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যোগ জানতেন না–নাউজুবিল্লাহ··· যদি আমরা ধরে নিই যে এটি ঈশ্বরের বাণী।

আরও যদি আমরা পড়ি, ইজরা অধ্যায় ২ পদ ৬৫, এটি বলে··· সেখানে ২০০ গায়ক পুরুষ ও নারী ছিল–নেহেমিয়া অধ্যায় ৭ পদ ৬৭··· 'সেখানে ২৪৫ গায়ক পুরুষ ও নারী ছিল।' তারা ২০০ ছিল–নাকি ২৪৫ গায়ক পুরুষ ও নারী ছিল? প্রসঙ্গ একই–একটি গাণিতিক দ্বন্দ্ব।

এটি ২ রাজাবলি অধ্যায় ২৪ পদ ৮-এ উল্লেখ আছে যে··· 'যিহোয়াখীন ১৮ বছর বয়সী ছিলেন, যখন তিনি যিরূশালেমে রাজত্ব শুরু করেছিলেন, এবং তিনি ৩ মাস ১০ দিন রাজত্ব করেছিলেন।' ২ বংশাবলি অধ্যায় ৩৬ পদ ৯ বলে যে··· 'যিহোয়াখীন ৮ বছর বয়সী ছিলেন যখন তিনি রাজত্ব শুরু করেছিলেন এবং তিনি ৩ মাস ১০ দিন রাজত্ব করেছিলেন।' যিহোয়াখীন কি ১৮ বছর বয়সী ছিলেন যখন তিনি রাজত্ব শুরু করেছিলেন, নাকি তিনি ৮ বছর বয়সী ছিলেন? তিনি কি ৩ মাস রাজত্ব করেছিলেন, নাকি ৩ মাস ১০ দিন রাজত্ব করেছিলেন?

আরও এটি ১ রাজাবলি অধ্যায় ৭ পদ ২৬-এ উল্লেখ আছে যে··· 'সলোমনের মন্দিরে, তার গলিত সমুদ্রে, তার ২০০০ স্নান ছিল।' ২ বংশাবলি অধ্যায় ৪ পদ ৫-এ, তার ৩০০০ স্নান ছিল। তার কি ২০০০ স্নান ছিল নাকি ৩০০০ স্নান ছিল?—এটি আমি ড. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের উপর ছেড়ে দিই কোনটি সঠিক। একটি স্পষ্ট গাণিতিক দ্বন্দ্ব আছে। আরও এটি ১ রাজাবলি অধ্যায় ১৫ পদ ৩৩-এ উল্লেখ আছে যে··· 'বাশা, তিনি আসার রাজত্বের ২৬তম বছরে মারা গিয়েছিলেন।' এবং ২ বংশাবলি অধ্যায় ১৬ পদ ১ বলে যে··· 'বাশা আসার রাজত্বের ৩৬তম বছরে যিহূদা আক্রমণ করেছিলেন।' বাশা কীভাবে তার মৃত্যুর ১০ বছর পর আক্রমণ করতে পারে?—এটি অবৈজ্ঞানিক।

(ড. নায়েক) ড. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের জন্য আমার উত্থাপিত পয়েন্টগুলোর উত্তর দেওয়া সহজ করতে, আমি কেবল সংক্ষেপে উল্লেখ করব–আমি যে পয়েন্টগুলো উল্লেখ করেছি। প্রথম পয়েন্ট ছিল যে– 'পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলের সৃষ্টি–মহাবিশ্ব ছয়টি ২৪ ঘণ্টার দিনে ছিল। আলো তারপর আলোর উৎসের আগে–

পয়েন্ট নং ২। তিন–দিন পৃথিবীর সৃষ্টির আগে অস্তিত্বে এসেছিল।

পয়েন্ট নং ৪–পৃথিবী সূর্যের আগে অস্তিত্বে এসেছিল।

পয়েন্ট নং ৫–উদ্ভিদ সূর্যালোকের আগে অস্তিত্বে এসেছিল

পয়েন্ট নং ৬–চাঁদের আলো তার নিজস্ব আলো।

পয়েন্ট নং ৭–পৃথিবী–এটি কি ধ্বংস হবে নাকি চিরকাল থাকবে?

পয়েন্ট নং ৮–পৃথিবীর স্তম্ভ আছে।

পয়েন্ট নং ৯–আকাশমণ্ডলের স্তম্ভ আছে।

পয়েন্ট নং ১০–ঈশ্বর বলেছেন··· 'তোমরা সকল গাছপালা ও সকল উদ্ভিদ খেতে পারো, বিষাক্ত গাছপালাসহ?'

পয়েন্ট নং ১১–বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা মিথ্যা প্রমাণ পরীক্ষা, মার্ক অধ্যায় ১৬ পদ ১৭ ও ১৮।

পয়েন্ট নং ১২–একজন নারী কন্যা সন্তান জন্ম দিলে পুত্র সন্তানের তুলনায় দ্বিগুণ সময় অশুচি থাকে।

পয়েন্ট নং ১৩–কুষ্ঠরোগের মহামারীর বিরুদ্ধে বাড়ি জীবাণুমুক্ত করতে রক্ত ব্যবহার করা।

পয়েন্ট নং ১৪–ব্যভিচারের জন্য তিক্ত পানি পরীক্ষা কীভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

পয়েন্ট নং ১৫–ইজরা অধ্যায় ২ ও নেহেমিয়া অধ্যায় ৭-এর ৬০টিরও কম পদে আঠারোটি ভিন্ন দ্বন্দ্ব। আমি সেগুলোকে ১৮টি ভিন্ন হিসেবে গণনা করিনি–আমি সেগুলোকে কেবল একটি হিসেবে গণনা করেছি।

পয়েন্ট নং ১৬–উভয় অধ্যায়ে মোট ভিন্ন।

পয়েন্ট নং ১৭–সেখানে ২০০ গায়ক পুরুষ ও নারী আছে, নাকি ২৪৫ গায়ক পুরুষ ও নারী আছে?

পয়েন্ট নং ১৮–যিহোয়াখীন কি ১৮ বছর বয়সী ছিলেন, নাকি তিনি ৮ বছর বয়সী ছিলেন যখন তিনি রাজত্ব শুরু করেছিলেন?

পয়েন্ট নং ১৯–তিনি কি ৩ মাস রাজত্ব করেছিলেন, নাকি ৩ মাস ১০ দিন?

পয়েন্ট নং ২০–সলোমনের কি ৩০০০ স্নান ছিল, নাকি ২০০০ স্নান?

পয়েন্ট নং ২১–বাশা, তিনি কীভাবে তার মৃত্যুর ১০ বছর পর যিহূদা আক্রমণ করতে পারলেন?

পয়েন্ট নং ২২ হলো–সর্বশক্তিমান ঈশ্বর–তিনি বলেছেন, আমি আকাশে রংধনু স্থাপন করেছি, মানুষজাতির সাথে প্রতিশ্রুতি হিসেবে, আর কখনো পানি দিয়ে পৃথিবী ডুবিয়ে দেব না। আমি বাইবেলের শত শত অবৈজ্ঞানিক পয়েন্টের মধ্যে কেবল ২২টি তালিকাভুক্ত করেছি···

বৈজ্ঞানিক ত্রুটি–এবং আমি ড. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলকে অনুরোধ করি সেগুলোর উত্তর দিতে। এবং তিনি 'সমন্বয় পদ্ধতি' বা 'দ্বন্দ্ব পদ্ধতি' যাই ব্যবহার করুন না কেন··· যতক্ষণ তিনি যৌক্তিক, তিনি কখনো বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করতে পারবেন না আমি তাকে যে ২২টি দিক বলেছি সেগুলো সব।

আমরা যীশু খ্রিস্টে (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বিশ্বাস করি–তাঁর কাছে ইঞ্জিল প্রকাশিত হয়েছিল। এটি ইঞ্জিল নয়–এতে ঈশ্বরের অংশ থাকতে পারে–কিন্তু অন্য অবৈজ্ঞানিক অংশ ঈশ্বরের বাণী নয়। আমি আমার বক্তৃতা শেষ করতে চাই মহিমান্বিত কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে, সূরা বাকারা অধ্যায় ২ পদ ৭৯ থেকে .... (আরবি).... 'ধিক তাদের জন্য যারা নিজেদের হাতে বই লেখে, এবং তারপর বলে এটি আল্লাহর কাছ থেকে, এর সাথে হতভাগা মূল্যের জন্য ব্যবসা করতে। ধিক তাদের জন্য যা তারা লেখে। ধিক তাদের জন্য যা তারা উপার্জন করে। ' ওয়া আকিম দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

বাংলায় অনুবাদ:

পার্ট ৪-এর উত্তর: গণিত এবং উপসংহার

প্রশ্ন ১৬। ইজরা ২ এবং নেহেমিয়া ৭-এর মধ্যে অন্তত ১৮টি দ্বন্দ্ব আছে।

(ক) কেন তালিকার মোট যোগফল ইজরা ২:৬৪ এবং নেহেমিয়া ৭:৬৬-এ দেওয়া মোটের সাথে মিলছে না?

(খ) কেন ইজরা ২ এবং নেহেমিয়া ৭-এর তালিকায় সংখ্যাগুলো ভিন্ন?

(গ) কেন উভয় তালিকায় গায়কদের মোট সংখ্যা ভিন্ন?

পিপিটি স্লাইড ২৪

যেহেতু জনাব ড. জাকির নায়েক বাইবেলের সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে প্রাথমিক যোগের গণিত না জানার অভিযোগ করেছেন, আমরা মোট সংখ্যা দিয়ে শুরু করব।

চলুন পদগুলো পড়ি:

ইজরা ২: ২ "ইস্রায়েলের লোকদের পুরুষদের সংখ্যা" –লোকদের পুরুষদের সংখ্যা।
পুরুষদের সংখ্যা, পুরো লোকদের সংখ্যা নয় যা নারী ও শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করবে।
ইজরা ২: ৬৪-৬৫ "সমগ্র মণ্ডলী একত্রে ছিল বিয়াল্লিশ হাজার তিনশো ষাট জন তাদের পুরুষ ও নারী দাস-দাসী ছাড়া…"
সমগ্র মণ্ডলী–যা পুরুষ, নারী ও শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করে।
পুরুষদের মোট সংখ্যা কি সমগ্র মণ্ডলীর মোট সংখ্যার সমান নাকি ভিন্ন হওয়া উচিত?
এটি ভিন্ন হওয়া উচিত। তাহলে ড. জাকির নায়েকের প্রশ্ন কী?
একই কথা উল্লেখ আছে:
নেহেমিয়া ৭: ৭ – পুরুষ
নেহেমিয়া ৭: ৬৬ – সমগ্র মণ্ডলী।
সুতরাং, এটি নয় যে পবিত্র বাইবেলের ঈশ্বর প্রাথমিক গণিত জানেন না, এটি কেবল জনাব ড. জাকির নায়েক প্রাথমিক পাঠ জানেন না।
আমরা তাকে সম্পূর্ণভাবে দোষ দিতে পারি না–এটি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থারও একটি সমস্যা– মুখস্থ করার ক্ষেত্রে ভালো, অধ্যায় নম্বর পদ নম্বর, অধ্যায় নম্বর পদ নম্বর কিন্তু বোঝাপড়া ও উপলব্ধির অভাব।

এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন:
ইজরা ও নেহেমিয়ার তালিকায় নাম ও সংখ্যার পার্থক্য।
কেন ইজরা ও নেহেমিয়ার পুরুষদের তালিকা প্রয়োজন?
উত্তর একই অধ্যায় নেহেমিয়ায় দেওয়া আছে।
নেহেমিয়া ৭: ১-৫ – যখন শত্রুরা ইস্রায়েলের সন্তানদের হুমকি দিয়েছিল, নেহেমিয়া শহর পাহারা দেওয়ার জন্য লোক নিয়োগ করেছিলেন; কিন্তু শহরটি বড় ও প্রশস্ত ছিল, তাই তার তালিকা থাকা প্রয়োজন হয়েছিল।
যদি এই উদ্দেশ্যে পুরুষদের তালিকা প্রয়োজন হয়, তালিকা কীভাবে প্রস্তুত করা হবে? সেই একই নীতি ব্যবহার করে যা সদাপ্রভু ভাববাদী মোশিকে আদেশ করেছিলেন।
গণনাপুস্তক ১: ২-৩ প্রত্যেক পুরুষকে আলাদাভাবে বিশ বছর ও তার বেশি বয়সী–ইস্রায়েলে যুদ্ধে যেতে সক্ষম সকলে।

(ক) ২০ ও তার বেশি

(খ) যুদ্ধে যেতে সক্ষম

ইজরা ও নেহেমিয়ার মধ্যে ১২-১৩ বছরের পার্থক্য আছে। যারা আগে শিশু ছিল তারা এখন পুরুষ হয়েছে এবং যারা আগে সক্ষম ছিল তারা এখন বৃদ্ধ হয়েছে। সেই বছরগুলোতে, পুরুষদের তালিকা কি ভিন্ন হবে?

এটি প্রথমে বন্দিত্ব থেকে ফিরে আসা পুরুষদের তালিকা হবে। কিন্তু কিছু পার্থক্য থাকবে। মণ্ডলীর মোট সংখ্যা–এটি একই থাকবে। কিন্তু পুরুষদের তালিকা ভিন্ন হবে।

যদি জনাব ড. জাকির নায়েক পবিত্র বাইবেল মনোযোগ সহকারে পড়তেন, তিনি এই প্রশ্ন করতেন না।

গায়কদের সংখ্যার ক্ষেত্রেও একই। ৪৫ জন শিশু এই ১২-১৩ বছরের মধ্যে বড় হয়েছে এবং তালিকায় যুক্ত হয়েছে।

তালিকা এখনও ফিরে আসা লোকদের তালিকা (মোট একই থাকে)। আবার প্রশ্ন কোথায়?

প্রশ্ন ১৯: ২ রাজাবলি ২৪: ৮ – পবিত্র বাইবেল বলে যিহোয়াখীন ১৮ বছর বয়সী ছিলেন যখন তিনি রাজত্ব শুরু করেছিলেন। ২ বংশাবলি ৩৬:৯ – পবিত্র বাইবেল বলে যিহোয়াখীন ৮ বছর বয়সী ছিলেন। তিনি কি ১৮ বছর বয়সী ছিলেন নাকি ৮ বছর বয়সী?

প্রশ্ন ২০: ২ রাজাবলি ২৪: ৮ – পবিত্র বাইবেল বলে যিহোয়াখীন তিন বছর রাজত্ব করেছিলেন। ২ বংশাবলি ৩৬:৯ – পবিত্র বাইবেল বলে যিহোয়াখীন ৩ মাস ১০ দিন রাজত্ব করেছিলেন।

পিপিটি স্লাইড ২৫

উত্তর:

যখন জনাব ড. জাকির এই প্রশ্নগুলো তোলেন, তিনি ভান করেন যে তিনি পবিত্র বাইবেলে এই তথাকথিত দ্বন্দ্বগুলো খুঁজে পেয়েছেন; এমন নয়।

গির্জার পিতা অরিজেন, তৃতীয় শতাব্দীতে, পবিত্র বাইবেলের প্রতিটি শব্দ থেকে শব্দ মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করে ছয়টি কলাম তৈরি করেছিলেন এবং পবিত্র বাইবেলের এমন কোনো পার্থক্য অধ্যয়ন করেছিলেন। এটি হজরত মুহাম্মদের অন্তত ৩০০ বছর আগে।

একইভাবে, ইহুদি তালমুদ, আবার হজরত মুহাম্মদের আগে, এমন অনেক তথাকথিত বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করেছিল।

অন্য কথায়, ইহুদি ও খ্রিস্টান, দুটি সম্প্রদায় যারা বিশ্বের সর্ববৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও গণিতবিদদের জন্ম দিয়েছে, তাদের এই বৈচিত্র্যগুলো উদ্ধৃত করার জন্য বাইরের কারো প্রয়োজন নেই।

সুতরাং, উত্তরগুলো কী?

যুক্তির খাতিরে চলুন এগুলোকে লিপিকারের ভুল হিসেবে গ্রহণ করি। এতে কি পবিত্র বাইবেল ঈশ্বরের বাণী হওয়া থেকে অযোগ্য হয়ে যায়? একেবারেই না। খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের কোনো মৌলিক মতবাদই কিছু লিপিকারের ভুল দ্বারা প্রভাবিত হয় না। বাস্তবে, এটি খ্রিস্টানদের কৃতিত্ব যে যদিও তারা এই বৈচিত্র্যগুলো লক্ষ্য করেছে, তারা পবিত্র শাস্ত্রে কোনো পরিবর্তন করার চেষ্টা করেনি।

এটিকে তুলনা করুন খলিফা উসমান, সুন্নি মুসলমানদের মতে তৃতীয় ধার্মিক খলিফা, কী করেছিলেন যখন তিনি কুরআনের পাণ্ডুলিপিতে বৈচিত্র্য দেখেছিলেন।

সহীহ আল বুখারী খণ্ড ৬, বই ৬১, ৫১০- আমরা পড়ি যে উসমান, যখন তিনি শুনেছিলেন যে কুরআনে বৈচিত্র্য আছে, তিনি একটি কপি তৈরি করেছিলেন, "নিখুঁত কপি" এবং অন্য সব কপি পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দিয়েছিলেন।

এটি অন্য বিষয় যে এই পোড়ানোর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, কুরআনের পাণ্ডুলিপিতে বেশ কয়েকটি বৈচিত্র্য ছিল।

বিপরীতে, এটি খ্রিস্টানদের সততা ও অখণ্ডতার উজ্জ্বল উদাহরণ যে তারা কখনোই "নিখুঁত কপি" তৈরি করার জন্য এমন অনুশীলনে যাবে না।

এখন চলুন এই প্রশ্নটি আবার দেখি? এটি কি লিপিকারের ভুল? আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি এটি নয়।

পবিত্র বাইবেলে কিছু মূল অনুচ্ছেদ আছে যা এটি ব্যাখ্যা করে।

মথি ১: ১২-এ আমরা পড়ি "যোশিয় যিকনিয়কে জন্ম দিয়েছিলেন।"

কেন পবিত্র শাস্ত্র বলে যোশিয় যিকনিয়কে জন্ম দিয়েছিলেন, যখন যিকনিয় আসলে যোশিয়ের নাতি?

২ বংশাবলি ৩৬: ১০ সিদিকিয়কে যিকনিয়ের ভাই বলা হয়েছে, যখন সিদিকিয় আসলে তার বাবার ভাই।

এটি সম্ভব, কেবল যদি যোশিয় যিকনিয়কে তার পুত্র হিসেবে দত্তক নিতেন ঠিক যেমন পিতৃপুরুষ যাকোব তার নাতি ইফ্রয়িম ও মনঃশিকে নিজের পুত্র হিসেবে দত্তক নিয়েছিলেন। যোশিয়ের মৃত্যুর আগে, দেখে যে তার পুত্র দুষ্ট, যোশিয় তার নাতিকে তার পুত্র হিসেবে দত্তক নিয়েছিলেন এবং তাকে রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করেছিলেন।

যিকনিয়, যখন ৮ বছর বয়সী ছিলেন তখন তার দাদা যোশিয় তার মৃত্যুর আগে তাকে নিজের পুত্র হিসেবে দত্তক নিয়েছিলেন এবং তাকে রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করেছিলেন। কিন্তু তাকে তার বাবার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল রাজা হতে।

কিন্তু কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে তার বাবা কি ১১ বছর রাজত্ব করেননি এবং যিকনিয়ের ১৯ বছর হওয়া উচিত ছিল যখন তিনি রাজা হয়েছিলেন। এই প্রশ্নটি ইহুদিরা কীভাবে বছরের এমনকি একটি ছোট অংশ, কেবল এক দিনকেও পুরো বছর হিসেবে গণ্য করতে পারে সে সম্পর্কে অজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ ৩১ ডিসেম্বর ২০১১-এ রাজা হন এবং ২ জানুয়ারি ২০১২-এ মারা যান, তাকে দুই বছর রাজত্ব করেছেন বলে গণ্য করা হবে কিন্তু প্রকৃত দিনের সংখ্যা কেবল তিন দিন।

যখন আমরা এটি বিবেচনায় নিই, এটি ঠিক ১০ বছর হবে।

৮ বছর বয়সে, রাজা যোশিয় তার নাতি যিকনিয়কে তার পুত্র হিসেবে দত্তক নিয়েছিলেন এবং রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করেছিলেন কিন্তু তিনি ১৮ বছর বয়সে রাজত্ব শুরু করেছিলেন।

উত্তর: যে কেউ গণিত জানে সে বুঝবে এটি একটি সাধারণ রাউন্ড অফ।

প্রশ্ন ২১: সলোমনের মন্দিরের গলিত সমুদ্রে, এতে কি ২০০০ নাকি ৩০০০ স্নানের পানি ছিল?

পিপিটি স্লাইড ২৬

১ রাজাবলি ৭: ২৬ – ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটি কুউল (কুল)।

স্ট্রংস এইচ৩৫৫৭ – এর একটি অর্থ ধারণ করে, টিকিয়ে রাখে ইত্যাদি।

এতে ২০০০ স্নানের পানি ছিল।

২ বংশাবলি ৪:৫ – পবিত্র বাইবেল খুব স্পষ্টভাবে কুল শব্দের সাথে খা· জাক’ শব্দ যোগ করেছে।

স্ট্রংস এইচ২৩৮৮ – এর অর্থ শক্তিশালী, শক্তিশালী করা ইত্যাদি।
অন্য কথায়, এটি ৩০০০ স্নান ধারণ করার মতো শক্তিশালী ছিল।
২ বংশাবলি ৪: ৫ – গলিত সমুদ্রের প্রকৃত শক্তি, ধারণক্ষমতা দেয়, যা ৩০০০ স্নান এবং ১ রাজাবলি ৭:২৬ এর নিয়মিত সরবরাহ দেয়, যা ২০০০ স্নান।

প্রশ্ন ২২: বাশা কি আসার ২৬তম বছরে মারা গিয়েছিলেন নাকি তিনি আসার ৩৬তম বছরে আক্রমণ করেছিলেন।
পিপিটি স্লাইড ২৭
২ বংশাবলি ১৬: ১- রাজা আসার রাজত্বের ৩৬তম বছরে।
১ রাজাবলি ১৬: ৮ – বাশা আসার ২৬তম বছরে মারা গিয়েছিলেন।
২ বংশাবলি ১৬-এ, রাজত্বের জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দ মাল-কুট প্রায়শই রাজ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়।
একই বইয়ে, ২ বংশাবলি।
২ বংশাবলি ১:১- এখন, দায়ূদের পুত্র সলোমন তার রাজ্যে শক্তিশালী হয়েছিলেন। রাজ্যের শব্দটি একই শব্দ ব্যবহৃত।
২ বংশাবলি ১১:১৭- সুতরাং, তারা যিহূদার রাজ্যকে শক্তিশালী করেছিল।
২ বংশাবলি ২০:৩০- এবং সেই দেশগুলোর সকল রাজ্যের উপর ঈশ্বরের ভয় ছিল।
সুতরাং, যদি এটি আসার রাজ্যের ৩৬তম বছর হয়, আমাদের এটিকে রাজ্য গঠনের সময় থেকে গণনা করতে হবে–যখন দক্ষিণ রাজ্য উত্তর রাজ্য থেকে পৃথক হয়েছিল।
১ বংশাবলি ১২: ১৩- রহবয়াম দক্ষিণ রাজ্যে ১৭ বছর রাজত্ব করেছিলেন।
১ বংশাবলি ১৩:২ – অবিয় দক্ষিণ রাজ্যে ৩ বছর রাজত্ব করেছিলেন।
এটি আসা রাজা হওয়ার আগে ২০ বছর হবে। আসার রাজ্যের ৩৬তম বছর, দক্ষিণ রাজ্য আসার শাসনের ১৬তম বছর হবে। তাহলে একেবারে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

খণ্ডন থেকে প্রশ্ন

বিতর্কের খণ্ডন ও প্রশ্নোত্তর অধিবেশনে জনাব ড. জাকির আরও বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন। সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে, আমরা ভিডিও ক্লিপ দেখাব না, কিন্তু প্রশ্নগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করে উত্তর দেব।

প্রশ্ন: আদিপুস্তক ৪: ১২- কয়িন কি ভবঘুরে হবে? কয়িন কি একটি শহর তৈরি করেছিল? পিপিটি স্লাইড ২৮

উত্তর: এটি ঈশ্বরের শাস্তি পূর্ণ হয়েছে।

আদিপুস্তক ৪: ১২ যখন তুমি মাটি চাষ করবে, এটি আর তোমার জন্য তার শক্তি দেবে না। তুমি পৃথিবীতে একজন পলাতক ও ভবঘুরে হবে।

আদিপুস্তক ৪: ২ "কয়িন মাটির চাষী ছিল"

সেই পর্যন্ত কয়িন মাটি চাষ করে ফলন উৎপাদন করছিল। তবে, এখন জমি আর তার ফল দেবে না কিন্তু কয়িনকে ঘুরে বেড়াতে হবে।

একটি শহর তৈরি করা ঘুরে বেড়ানোর অংশকে বাতিল করে না; তাকে এখনও তার যা ছিল– খাবারের জন্য ঘুরে বেড়াতে হবে।

আক্ষরিক অর্থে, এটি পূর্ণ হয়েছে।

তবে, একটি গভীর অর্থ আছে।

স্ট্রংস এইচ৫১২৮ – নুয়া`

স্ট্রংস এইচ৫১১০- নুদ,

অর্থ হতে পারে বিচলিত ও কান্না।

তৎক্ষণাৎ, তৎক্ষণাৎ, যখনই প্রভু শাস্তি উচ্চারণ করেছিলেন, যিহোবার মুখ থেকে শব্দ বের হওয়ার সাথে সাথে, এটি পূর্ণ হয়েছিল। আমরা কয়িনকে বিচলিত ও কাঁদতে দেখি।

প্রশ্ন: যিরমিয় ৩৬: ৩০ – পবিত্র বাইবেল বলে যিহোয়াকীমের সিংহাসনে বসার কেউ থাকবে না। ২ রাজাবলি ২৪: ৬- যিহোয়াকীমের পুত্র যিহোয়াখীন রাজা হিসেবে সিংহাসনে বসেছিলেন। পিপিটি স্লাইড ২৯

উত্তর:

আমি ইতিমধ্যে আমার পূর্ববর্তী প্রশ্নে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি।

মথি ১: ১২ অনুসারে "যোশিয় যিকনিয়কে জন্ম দিয়েছিলেন।" অন্য কথায়, যোশিয় যিকনিয়কে দত্তক নিয়েছিলেন।

২ বংশাবলি ৩৬: ১০ সিদিকিয়কে যিকনিয়ের ভাই বলা হয়েছে, যখন সিদিকিয় আসলে তার বাবার ভাই।

যিহোয়াখীন দত্তকের মাধ্যমে যোশিয়ের পুত্র হিসেবে রাজা দায়ূদের সিংহাসন উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। অতএব, এটি লঙ্ঘন নয়।

আপনি দেখুন কীভাবে বিভিন্ন শতাব্দী জুড়ে বিভিন্ন ভাববাদী ও প্রেরিতদের দ্বারা লেখা পবিত্র বাইবেলের বইগুলো আসলে একে অপরকে ব্যাখ্যা করে কোনো দ্বন্দ্ব ছাড়াই।

প্রশ্ন: যিহিষ্কেল ২৬: নেবুচাদনেজার সোর ধ্বংস করবেন। এটি আলেকজান্ডারই সোর ধ্বংস করেছিলেন।

পিপিটি স্লাইড ৩০

উত্তর:

সোরের বিরুদ্ধে ভাববাণীতে, দুটি সেট লোক আছে।

যিহিষ্কেল ২৬: ৩ "দেখ, আমি তোমার বিরুদ্ধে, হে সোর, এবং অনেক জাতিকে তোমার বিরুদ্ধে আনব, যেমন সমুদ্র তার ঢেউ আনে।"

যিহিষ্কেল ২৬: ৭ – নেবুচাদনেজারের সোর আক্রমণের কথা বলে।

প্রথমে পবিত্র ঈশ্বর অনেক জাতির কথা বলেছেন এবং তারপর তিনি একজন রাজাকে নির্দিষ্ট করেছেন।

তারপর এটি সোরের উপর যে বিপর্যয় পড়বে সে সম্পর্কে বলে।

নাস্তিকরা, এবং নাস্তিকদের নকল করে জনাব ড. জাকিরের এই ভাববাণী নিয়ে সমস্যা আছে। তাদের জন্য, যেহেতু সবকিছু রাজা নেবুচাদনেজার দ্বারা পূর্ণ হয়নি, তারা এটিকে অপূর্ণ ভাববাণী বলতে চায়।

প্রশ্ন: যিশাইয় ৭: ১৪ – ইম্মানূয়েল (হিব্রু শব্দ আলমাহ- কুমারী নয় বরং একজন যুবতী), তাকে ইম্মানূয়েল বলা হবে।

পিপিটি স্লাইড ৩১

উত্তর:

জনাব ড. জাকিরের যুক্তি যে আলমাহ শব্দের অর্থ কুমারী নয় তা ভুল। এটি কুমারীও বোঝাতে পারে এবং যুবতীও বোঝাতে পারে। এটি অগত্যা কুমারী বোঝাতে হবে না। এর দুটি সম্ভাব্য অর্থ আছে।

যদি দুটি সম্ভাব্য অর্থ থাকে, তবে প্রসঙ্গ অর্থ নির্ধারণ করবে। প্রসঙ্গে, এটি কেবল কুমারী বোঝাতে পারে; অন্যথায় কেন এটি দায়ূদের গৃহের জন্য একটি চিহ্ন হবে?

আরও, পবিত্র বাইবেল কখনো আলমাহ শব্দকে স্পষ্টভাবে অকুমারী বোঝাতে ব্যবহার করেনি। সুতরাং, শব্দের সাধারণ ব্যবহারও কুমারীকে নির্দেশ করে।

এখন, ইম্মানূয়েল নামে আসি।

সহীহ আল বুখারী খণ্ড ৪:৫৬: ৭৩২ হজরত মুহাম্মদ দাবি করেছিলেন যে তার পাঁচটি নাম আছে।

কে তাকে সেই নামগুলো দিয়েছিল? কীসের ভিত্তিতে? কীসের ভিত্তিতে তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি মানবজাতির জন্য কী করবেন। কেউ কি তাকে তার সব পাঁচটি নামে ডেকেছিল? আমাদের সেই বিষয়ে কোনো প্রমাণ নেই।

যদি হজরত মুহাম্মদের বেশ কয়েকটি নাম থাকতে পারে, যা কেউ তাকে ডাকেনি, তবে মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও পালনকর্তা, মানবজাতির মুক্তিদাতা ও পরিত্রাতা, প্রভু যীশু খ্রিস্টের অনেক নাম কেন থাকতে পারে না?

প্রভু যীশু খ্রিস্ট ঈশ্বর হয়ে, তার প্রকৃতি ও চরিত্র প্রকাশের জন্য অনেক নাম আছে, তার মধ্যে একটি ইম্মানূয়েল যার অর্থ ঈশ্বর আমাদের সাথে আছেন।

যোহন ১: ১ "আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের সাথে ছিলেন, এবং বাক্যই ঈশ্বর ছিলেন।"

যোহন ১: ১৪ "এবং বাক্য মাংস হয়ে আমাদের মধ্যে বাস করেছিলেন।"

বাস্তবে, প্রভু যীশু খ্রিস্টের শত শত নাম আছে।

প্রকাশিত বাক্য ১: ৮ "আলফা ও ওমেগা"

প্রকাশিত বাক্য ১: ১৭ প্রথম ও শেষ

প্রকাশিত বাক্য ১৯: ১৩ ঈশ্বরের বাক্য

১ যোহন ১:১ জীবনের বাক্য

১ করিন্থীয় ১: ২৪ “ঈশ্বরের জ্ঞান”

১ করিন্থীয় ১৫: ৪৫ শেষ আদম

যোহন ১৪: ৬ “সত্য”

লূক ৬: ৫ বিশ্রামবারের প্রভু

২ তীমথিয় ৩: ১৬ “শান্তির প্রভু”

প্রশ্ন: লেবীয় পুস্তক ১২: ১-২ নারীরা বীজ (বীর্য) পেয়েছে

পিপিটি স্লাইড ৩২

লেবীয় পুস্তক ১২: ২ “ইস্রায়েলের সন্তানদেরকে বল, যদি কোনো নারী বীজ ধারণ করে এবং পুত্র সন্তান জন্ম দেয়: তবে সে সাত দিন অশুচি থাকবে; তার অসুস্থতার বিচ্ছেদের দিন অনুসারে সে অশুচি থাকবে।”

উত্তর:

জনাব ড. জাকিরকে খণ্ডন করতে কেবল একটি অভিধান বা সামঞ্জস্য পরীক্ষা করতে হবে। এখানে ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটি জারাহ।

স্ট্রংস এইচ২২৩২- এর একটি অর্থ “বংশ” ।

এখন, যদি জনাব ড. জাকির যুক্তি দিতে চান যে এটি প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যবহার করতে হবে, তবুও এটি অবৈজ্ঞানিক নয়

যদি নারীরা কোনো বীজ উৎপাদন না করে, তবে ডিম্বাণু কী? যদি তার আপত্তি হয় যে পবিত্র বাইবেল আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাষা ব্যবহার করে না, তবে এটি কোনো পদার্থ বা যোগ্যতা ছাড়াই একটি যুক্তি। বৈজ্ঞানিক ভাষা বিজ্ঞানীদের দ্বারা উদ্ভাবিত হয়েছে।

সহীহ আল বুখারী: খণ্ড ৮: বই ৭৩: ১১৩- হজরত মুহাম্মদ এতে বিশ্বাস করতেন।

প্রশ্ন: ইয়োব ১০: ৯-১০ – তুমি কি আমাকে দুধের মতো ঢেলে দাওনি, এবং পনিরের মতো জমাট বাঁধাওনি। জনাব ড. জাকির বলেছেন এটি বৈজ্ঞানিকভাবে ভুল এবং ইয়োবের বই গ্রীক কবিদের কাছ থেকে চুরি করা বলা যেতে পারে।

পিপিটি স্লাইড ৩৩

উত্তর: এই প্রশ্ন করে, জনাব ড. জাকির তার সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক জ্ঞানের অভাব প্রদর্শন করেছেন?

পবিত্র বাইবেল কি বলেছে এটি ভ্রূণতাত্ত্বিক পর্যায়ের বর্ণনা? একেবারেই না।

প্রথমত, আমরা এটিকে ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করার জন্য যে যত্ন ও ভালোবাসা নিয়েছিলেন বলে নিতে পারি। আমাদের প্রতিটি কাব্যিক অভিব্যক্তি থেকে বিজ্ঞান তৈরি করার প্রয়োজন নেই।

তবে, যদি আপনি এটিকে বৈজ্ঞানিক অর্থে নিতে চান, এটি শরীরবিদ্যার একটি সঠিক বর্ণনা– ল্যাকটিয়াল নালী ও এর কার্যকারিতা।

জনাব ড. জাকির পবিত্র বাইবেলকে গ্রীক কবিদের কাছ থেকে চুরি করার অভিযোগও করেছেন। তিনি সেই বিষয়ে কোনো রেফারেন্স দেননি।

তিনি কোনো রেফারেন্স দেবেন না কারণ যে মুহূর্তে তিনি কোনো রেফারেন্স দেবেন তার সম্পূর্ণ মিথ্যা পদ্ধতি উন্মোচিত হবে।

উদাহরণস্বরূপ, অ্যারিস্টটলের বই জেনারেশন অফ অ্যানিম্যালস-এ অনুরূপ অভিব্যক্তি আছে।

অ্যারিস্টটলের বই কখন লেখা হয়েছিল? ইয়োবের বই লেখার অন্তত ১০০০ বছর পরে।

তাহলে ইয়োবের বই কীভাবে অ্যারিস্টটলের কাছ থেকে নকল করতে পারে?

আরও, যেহেতু পবিত্র বাইবেলের অনুবাদ তখন গ্রীকদের কাছে পাওয়া যেত, অনেক বিষয়ে গ্রীক দার্শনিক ও কবিরা পবিত্র বাইবেলের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে থাকতে পারে।

প্রশ্ন ২৩: লেবীয় পুস্তক ১১: ৬ খরগোশকে যে প্রাণী জাবর কাটে তার মধ্যে গণ্য করা হয়েছে; কিন্তু খরগোশ জাবর কাটে না; এর কক্ষবিশিষ্ট পাকস্থলীও নেই।

পিপিটি স্লাইড ৩৪

উত্তর: শারীরবৃত্তীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, যা পর্যবেক্ষণযোগ্য, খরগোশ জাবর কাটে না।

তবে, কার্যকরী দৃষ্টিকোণ থেকে, খরগোশ পুনরায় খাওয়ার মাধ্যমে জাবর কাটার একই সুবিধা পায়। এটি কেবল শারীরবৃত্তীয় বনাম কার্যকরী দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণীবিন্যাসের বিষয়।

প্রশ্ন ২৪: হিতোপদেশ ৬:৬-৭- পিঁপড়ার কোনো শাসক নেই। কিন্তু পিঁপড়ার রানী আছে।

পিপিটি স্লাইড ৩৫

উত্তর: যখন রাজা সলোমন লেখেন যে পিঁপড়ার কোনো শাসক বা তদারককারী নেই; এটি সম্পূর্ণ সঠিক।

রানী পিঁপড়া বেশিরভাগ সময় কেবল একটি ডিম কারখানা। রানী পিঁপড়া নির্দেশ দেয় না, অন্য পিঁপড়ার পাহাড়ে দূত পাঠায় না, বা অলস পিঁপড়াদের শাস্তি দেয় ও পরিশ্রমী পিঁপড়াদের পুরস্কৃত করে বা এমনকি সিদ্ধান্ত ও আইন তৈরি করে না।

পিঁপড়ারা তাদের সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারা কাজ করে এবং নির্দেশ ও জোরের ফলস্বরূপ নয়, যা রাজা সলোমন আমাদের শেখান।

রানী পিঁপড়া নির্দেশ দেওয়া, আইন তৈরি করা, অন্য পিঁপড়াদের শাস্তি দেওয়া ও পুরস্কৃত করা ইত্যাদি কেবল কার্টুনে।

আশা করি জনাব ড. জাকির এমন কার্টুনকে পিঁপড়া সম্পর্কে তথ্যচিত্র বলে বিভ্রান্ত করেননি।

সূরা ২৭:১৮-১৯- কথা বলা পিঁপড়া। একজন পিঁপড়া বলেছিল: “হে পিঁপড়ারা, তোমরা তোমাদের বাসস্থানে প্রবেশ করো, পাছে সলোমন ও তার বাহিনী তোমাদের (পায়ের নিচে) পিষে ফেলে তা না জেনেই।”

আমাদের কিছু বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেখান যে পিঁপড়ারা মানুষকে তাদের নামে চিনতে পারে। এটি অলৌকিক ঘটনা হিসেবে বলা হয়নি বরং একটি নিয়মিত ঘটনা।

প্রশ্ন ২৫: আদিপুস্তক ৩: ১৪, যিশাইয় ৬৫: ৪৫ – সর্প ধুলো খায়

পিপিটি স্লাইড ৩৬

উত্তর: পবিত্র বাইবেল ধুলো খাওয়ার রূপক শব্দ ব্যবহার করে অপমান বোঝাতে।

আমরা সেই ব্যবহারগুলো দেখতে পারি:

গীতসংহিতা ৭২:৯,

যিশাইয় ৪৯:২৩,

মীখা ৭:১৭

আদিপুস্তক ৩: ১৪ – এই অর্থে শব্দ ব্যবহার করে; অপমানের।

যিশাইয় ৬৫:৪৫ – এটি পৃথিবীতে খ্রিস্টের শাসনের সময় ভবিষ্যত সম্পর্কে, যেখানে প্রত্যেক প্রাণী তৃণভোজী হয়ে যায়।

তবে, যদি জনাব ড. জাকির কেবল বৈজ্ঞানিকভাবে যুক্তি দিতে চান, তবুও এটি সঠিক হবে।

সর্পের মুখের সামনে একটি অঙ্গ আছে যা রাসায়নিক রিসেপ্টর হিসেবে কাজ করে। জ্যাকবসনের অঙ্গ সাপকে গন্ধ নিতে সাহায্য করে। মাঝে মাঝে, এটি মাটি চাটে বা ধুলোর কণা তুলে জ্যাকবসনের অঙ্গে ঢোকায়। এইভাবে, এটি ধুলো খায়।
সহীহ মুসলিম বই ২৬: হাদিস ৫৫২৭- একজন নববিবাহিত যুবক সাপের কামড়ে মারা গিয়েছিল এবং লোকেরা এসে হজরত মুহাম্মদকে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতে অনুরোধ করেছিল। তবে, হজরত মুহাম্মদ বলেছিলেন বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সাপ আছে।

প্রশ্ন ২৬: লেবীয় পুস্তক ১১: ২০ – চার পায়ের পাখি–চার পায়ের পোকা। কোন পোকার চার পা আছে।
পিপিটি স্লাইড ৩৭
লেবীয় পুস্তক ১১: ২০ – ‘সকল উড়ন্ত পোকা যা [সকল] চারে হামাগুড়ি দেয় [তা] তোমাদের কাছে ঘৃণ্য হবে। ‘তবুও এইগুলো তোমরা খেতে পারো প্রত্যেক উড়ন্ত পোকা যা [সকল] চারে হামাগুড়ি দেয়: যেগুলোর পায়ের উপরে সন্ধিযুক্ত পা আছে যার সাহায্যে তারা পৃথিবীতে লাফায়।
আমাদের দুই ধরনের পা সম্পর্কে বলা হয়েছে:
(ক) চার, যাকে পা বলা হয়; এবং (খ) তাদের পায়ের উপরে সন্ধিযুক্ত পা যার সাহায্যে তারা পৃথিবীতে লাফায়।
আমাদের পরিভাষায়, এটি ছয় পা বা ছয় ফুট হবে। কিন্তু পবিত্র বাইবেল তাদের কার্য অনুসারে আরও সূক্ষ্ম পার্থক্য ব্যবহার করে। শেষে, এটি বিজ্ঞানের চেয়ে পরিভাষার প্রশ্ন বলে মনে হয়।
সূরা ২৪:৪৫ “এবং আল্লাহ পানি থেকে প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণী সৃষ্টি করেছেন: সুতরাং তাদের মধ্যে কিছু আছে যা তার পেটের উপর হাঁটে, এবং তাদের মধ্যে কিছু আছে যা দুই পায়ে হাঁটে, এবং তাদের মধ্যে কিছু আছে যা চারে হাঁটে; আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন; নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান।”
লক্ষ্য করুন, কুরআন প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণী বলে শুরু করে এবং তারপর তার বিভাজন দেয়। কিন্তু এর চেয়ে অনেক বেশি প্রাণী আছে যারা ছয়ে, ১০-এ হাঁটে। কেন তাদের ভুলে যাওয়া হয়েছে?

পিপিটি স্লাইড ৩৮

কেন বেচারা মাকড়সা ভুলে যাওয়া হয়েছে?

শুঁয়োপোকা ও কাঁকড়া সম্পর্কে কী?

অক্টোপাস কী অপরাধ করেছে যে এভাবে ভুলে যাওয়া হয়েছে?

প্রশ্ন ২৭: যিশাইয় ৩৪:৭ – ইউনিকর্ন যেন বিদ্যমান। আপনি অভিধানে পরীক্ষা করতে পারেন।

পিপিটি স্লাইড ৩৯

উত্তর:

আবার, এটি কোনো বৈজ্ঞানিক সমস্যার চেয়ে পরিভাষার সমস্যা।

হিব্রু শব্দ রে' এম বন্য ষাঁড় বা গণ্ডার হিসেবে অনুবাদ করা যেতে পারে।

নোয়া ওয়েবস্টার তার ১৮২৮-এর প্রথম সংস্করণে ইউনিকর্নকে সংজ্ঞায়িত করেছেন:

ইউনিকর্ন – এক শৃঙ্গবিশিষ্ট প্রাণী; মনোসেরোস। এই নাম প্রায়শই গণ্ডারের জন্য প্রয়োগ করা হয়।

দুই ধরনের গণ্ডারের এক শৃঙ্গ আছে।

বাস্তবে, একটি বিলুপ্ত প্রজাতির বিশাল এক-শৃঙ্গবিশিষ্ট গণ্ডার আছে যাকে ইলাসমোথেরিয়াম সিবিরিকাম বলা হয়, যা বিগ হর্ন রাইনোসিরোস নামেও পরিচিত। বিজ্ঞানীরা আজ প্রায়শই এই প্রাণীকে "দ্য জায়ান্ট ইউনিকর্ন" বলে উল্লেখ করেন।

ইউনিকর্নের বর্ণনা

ইয়োব ৩৯: ৯ "ইউনিকর্ন কি তোমার সেবা করতে রাজি হবে, বা তোমার গোয়ালে থাকবে? তুমি কি ইউনিকর্নকে তার দড়ি দিয়ে লাঙলে বাঁধতে পারবে? বা সে কি তোমার পরে উপত্যকা চাষ করবে? তুমি কি তাকে বিশ্বাস করবে, কারণ তার শক্তি [হয়] মহান? বা তুমি কি তোমার শ্রম তাকে ছেড়ে দেবে?"

পৌরাণিক ইউনিকর্ন

পৌরাণিক প্রাণীকে ধরা যায় যদি তার সামনে একজন কুমারী যুবতী ফেলা হয়।

কুরআন সম্পর্কে কী?

পিপিটি স্লাইড ৪০

সূরা ৩৪: ১২ – সলোমনের উড়ন্ত কার্পেট। (তাফসীর ইবন কাথির খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৭০)

সহীহ বুখারী খণ্ড ৪, বই ৫৫, নম্বর ৬১৬: সূরা ৩৩: ৬৯ ব্যাখ্যা করে–একটি পাথর আছে যা ভাববাদী মোশির কাপড় নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল ইস্রায়েলীয়দের মিথ্যা প্রমাণ করতে যারা মোশিকে কিছু ত্বকের ত্রুটি থাকার অভিযোগ করেছিল।

প্রশ্ন ২৮: আদিপুস্তক ৭: ১৯-২০ পুরো পৃথিবী পানির নিচে ডুবে গিয়েছিল। ২১ ও ২২ শতাব্দী খ্রিস্টপূর্বাব্দ। কুরআন তারিখ দেয় না। আদিপুস্তক ৬: ১৫-১৬ – একটি জাহাজ তৈরি করো – দৈর্ঘ্যে ৩০০ হাত – সব প্রজাতি ধারণ করা কি সম্ভব?

পিপিটি স্লাইড ৪১

সার্বজনীন নাকি স্থানীয় বন্যা?

জনাব ড. জাকির বলেন কুরআন স্থানীয় বন্যা শেখায়।

সূরা ৭১: ২৬-২৭ "এবং নূহ বলেছিলেন: 'হে আমার প্রভু! অবিশ্বাসীদের একজনকেও পৃথিবীতে রেখো না!'"

সূরা ২৩: ২৭ " তুমি প্রত্যেক প্রজাতির জোড়া, পুরুষ ও স্ত্রী নিয়ে যাও।"

সূরা ১১:৪০ – পৃথিবীর ঝর্ণাগুলো উথলে উঠেছিল।

সূরা ১১:৪৪ – হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেলো, এবং হে আকাশ! (তোমার বৃষ্টি) আটকে রাখো!

আল-তাবারির ইতিহাস, খণ্ড ১, সাধারণ ভূমিকা এবং সৃষ্টি থেকে বন্যা পর্যন্ত- পৃষ্ঠা ৩৬০-৩৬৩।

তাফসীর ইবন কাথির, সংক্ষিপ্ত খণ্ড ৩, অংশ ৬, ৭ ও ৮, সূরা আন-নিসা, পদ ১৪৮ থেকে সূরা আল-আন' আমের শেষ পর্যন্ত, পৃ. ৩৯৯

নূহের বন্যার তারিখ:

পবিত্র বাইবেল এটিকে মোট করেনি; আমাদের মোট করা উচিত নয়।

জাহাজ কি প্রত্যেক প্রজাতি ধারণ করতে পারে?

পিপিটি স্লাইড ৪২

জাহাজের মাত্রা স্থিতিশীলতা ও ধারণক্ষমতা উভয়ের জন্য আদর্শভাবে ডিজাইন করা হয়েছিল। এটি হাইড্রোডাইনামিকভাবে দেখানো হয়েছে যে জাহাজটি কার্যত উল্টে যাওয়া অসম্ভব ছিল এবং সহিংস ঢেউ ও বাতাসের সময়ও যুক্তিসঙ্গতভাবে আরামদায়ক হত।

ধরে নিলে প্রাচীন হাত কেবল ১৭.৫ ইঞ্চি ছিল (একজন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রস্তাবিত ক্ষুদ্রতম), জাহাজটি ১২৫,০০০ মেষ-আকারের প্রাণী বহন করতে পারত। যেহেতু জ্ঞাত স্থল প্রাণীর প্রায় ২৫,০০০ প্রজাতির বেশি নেই (স্তন্যপায়ী, পাখি, সরীসৃপ, উভচর), জীবিত বা বিলুপ্ত, এবং যেহেতু এমন প্রাণীর গড় আকার নিশ্চিতভাবে মেষের চেয়ে অনেক কম, এটি স্পষ্ট যে সব প্রাণী সহজেই নূহের জাহাজের অর্ধেকেরও কম ধারণক্ষমতায় সংরক্ষণ করা যেত, প্রত্যেক জোড়া উপযুক্ত "কক্ষে" (আক্ষরিক অর্থে "নড়ে")।

প্রশ্ন ২৯: ত্রিত্ব – বৈজ্ঞানিকভাবে – মানুষের খাওয়া প্রয়োজন। ঈশ্বর আত্মা। লূক ২৪: ৩৬-৩৯ – আত্মার মাংস ও হাড় নেই। ত্রিত্ব শব্দটি পবিত্র বাইবেলের কোথাও নেই। এটি আছে – সূরা ৪: ৭১- সূরা ৫: ৭৫ – আল্লাহ তিন এক। ত্রিত্বের ধারণা পবিত্র বাইবেলে নেই- ১ যোহন ৫:৭। পবিত্র বাইবেলে কোনো দ্ব্যর্থহীন বিবৃতি নেই।

পিপিটি স্লাইড ৪৩

উত্তর:

যিশাইয় ৪৮: ১২ "আমাকে শোন, হে যাকোব, এবং ইস্রায়েল, আমার আহূত: আমি [হই] তিনি, আমি [হই] প্রথম, আমি [হই] শেষও।"

যিশাইয় ৪৮: ১৬ আমার কাছে এসো, এটি শোন: আমি শুরু থেকে গোপনে কথা বলিনি; যে সময় থেকে এটি ছিল, আমি [ছিলাম] সেখানে। এবং এখন প্রভু ঈশ্বর ও তাঁর আত্মা আমাকে পাঠিয়েছেন।"

ত্রিত্বের মতবাদ সম্পর্কে, আমি ইতিমধ্যে আমার পূর্ববর্তী বিতর্কে (যীশুর ঈশ্বরত্ব ও মুহাম্মদের রসূলত্ব) এবং খণ্ডনে (যেমন ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য) এর উত্তর দিয়েছি। আপনি চাইলে সেগুলো উল্লেখ করতে পারেন এই মতবাদ সম্পর্কে জানতে।

সূরা ৫:১১৬-১১৭ "এবং [সেই দিনের বিষয়ে সতর্ক থাকুন] যখন আল্লাহ বলবেন, 'হে যীশু, মরিয়মের পুত্র, তুমি কি লোকদের বলেছিলে, 'আমাকে ও আমার মাকে আল্লাহ ছাড়া দেবতা হিসেবে নাও' ?"

কুরআনের লেখক তিনটির মধ্যে দুটি ভুল করেছেন। আল্লাহ ও মরিয়ম কুরআনের অংশ নন। আমরা মনে করি না যে আল্লাহ বাইবেলের ঈশ্বর এবং কোনো খ্রিস্টানই বিশ্বাস করে না যে মরিয়ম ত্রিত্বের অংশ।

প্রশ্ন ৩০: পৃথিবীর আকৃতি- পবিত্র বাইবেলে- মথি ৪:৮- অত্যন্ত উঁচু পর্বত; লূক ৪: দানিয়েল ৪: ১০-১১,

পিপিটি স্লাইড ৪৪

উত্তর:

মথি ৪: ৮ "আবার, শয়তান তাঁকে একটি অত্যন্ত উঁচু পর্বতে নিয়ে গিয়েছিল, এবং তাঁকে পৃথিবীর সকল রাজ্য ও তাদের গৌরব দেখিয়েছিল।"

লূক ৪: ৫ "তখন শয়তান তাঁকে একটি উঁচু পর্বতে নিয়ে গিয়ে, এক মুহূর্তের মধ্যে তাঁকে পৃথিবীর সকল রাজ্য দেখিয়েছিল।

এখানে আমরা দুটি অলৌকিক সত্তা সম্পর্কে কথা বলছি: ঈশ্বরের পবিত্র অবতার, প্রভু যীশু খ্রিস্ট, এবং শয়তান।

সুসমাচার লেখকরা স্পষ্টভাবে পর্বত আরোহণ করেছেন এবং তারা জানতেন যে আপনি যত উঁচুতে পর্বতে যান, আপনি যা দেখেন তা তত ছোট হয়। সুতরাং, প্রাকৃতিক উপায়ে তাদের গৌরবে পৃথিবী দেখানো সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, এটি এক মুহূর্তের মধ্যে, বা একটি দৃষ্টান্তে দেখানো হয়েছিল। সকল রাজ্যকে প্রজেক্টেড আকারে দেখানো হয়ে থাকতে পারে, যেমন আমরা এখন কম্পিউটারে দেখাই।

দানিয়েল ৪: ১১ "গাছটি বেড়ে উঠে শক্তিশালী হয়েছিল; তার উচ্চতা স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছেছিল, এবং এটি পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত দেখা যেত।

এটি একটি ভাববাণীমূলক ভাষা। আমি এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কাজ বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী–স্যার আইজ্যাক নিউটনের উপর ছেড়ে দিই।

স্যার আইজ্যাক নিউটন দানিয়েলের পুস্তকের ভাষ্যে:

স্যার আইজ্যাক নিউটন অব্যাহত রাখেন:

"যদি ভাববাণীতে বিবেচিত রাজনৈতিক পৃথিবী অনেক রাজ্য নিয়ে গঠিত হয়, তারা প্রাকৃতিক পৃথিবীর ততগুলো অংশ দ্বারা উপস্থাপিত হয়; যেমন সবচেয়ে মহৎ স্বর্গীয় কাঠামো দ্বারা, এবং তারপর চাঁদ ও মেঘ সাধারণ লোকদের জন্য রাখা হয়; কম মহৎ, পৃথিবী, সমুদ্র, ও নদী দ্বারা, এবং তাতে প্রাণী বা উদ্ভিদ, বা ভবন দ্বারা; এবং তারপর বৃহত্তর ও আরও শক্তিশালী প্রাণী ও লম্বা গাছ, রাজা, রাজপুত্র, ও অভিজাতদের জন্য রাখা হয়।"

দানিয়েল ৪: ১৯-২৬ – ভাববাদী দানিয়েল নিজেই দর্শন ব্যাখ্যা করেন, যেখানে গাছ রাজা নেবুচাদনেজার।

প্রশ্ন ৩১: পৃথিবী অচল। গীতসংহিতা ৯৩: ১, ১ বংশাবলি ১৬:৩০
পিপিটি স্লাইড ৪৫
উত্তর: বেশিরভাগ সময়, যখন পবিত্র বাইবেলের সমালোচকরা পৃথিবীর স্তম্ভ আছে, পৃথিবী অচল ইত্যাদি অভিযোগ আনেন, পবিত্র বাইবেল হয়তো গ্রহ পৃথিবী সম্পর্কেও বলছে না। এটি সমুদ্রের বিপরীতে ভূমি, বা কোনো দেশ, বা এমনকি মানুষকে নির্দেশ করতে পারে। যদি আপনি পড়েন, গীতসংহিতা ৯৩, এটি প্রভুর পৃথিবী শাসন করার কথা বলে।
এটিকে ভবিষ্যতের মশীহীয় রাজ্য হিসেবে বোঝা হয়েছে।
এমনকি ১ বংশাবলি ১৬:৩০-৩১ প্রভুর শাসন সম্পর্কে বলে।
স্যার আইজ্যাক নিউটন যেমন দানিয়েলের পুস্তকের ভাষ্যে সঠিকভাবে উল্লেখ করেছেন:
"কারণ স্বর্গ, এবং তাতে যা আছে, সিংহাসন ও মর্যাদা, এবং যারা সেগুলো উপভোগ করে তাদের নির্দেশ করে; এবং পৃথিবী, এবং তাতে যা আছে, নিম্নতর লোকদের; এবং পৃথিবীর সর্বনিম্ন অংশ, যাকে হাদেস বা নরক বলা হয়, তাদের সর্বনিম্ন বা সবচেয়ে দুঃখজনক অংশ।
"
পৃথিবী নড়ে না অর্থ মশীহ পৃথিবী শাসন করলে স্থায়িত্ব ও শান্তি থাকবে।
যদি ইতিহাসে কোনো ব্যক্তি এই শব্দগুলোর রূপক ব্যবহার সম্পর্কে অভিযোগ করতে পারেন, তিনি ছিলেন গ্যালিলিও; কারণ তিনি গির্জার কিছু অংশের বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছিলেন যারা অ্যারিস্টটলীয় দর্শন অনুসরণ করেছিল পবিত্র বাইবেলের পরিবর্তে।
কিন্তু গ্যালিলিও ১৬৩২ সালে গির্জার কাছে তার চিঠিতে যা লিখেছেন:
"এই যুক্তি সম্পর্কে, আমি প্রথমত মনে করি এটি খুবই ধার্মিক বলা এবং বিচক্ষণ নিশ্চিত করা যে পবিত্র বাইবেল কখনো মিথ্যা বলতে পারে না–যখনই এর সত্য অর্থ বোঝা যায়।"

প্রশ্ন: যোনা মাছের পেটে তিন দিন ও তিন রাত ছিলেন–গাণিতিক ত্রুটি।
পিপিটি স্লাইড ৪৬

ঈশ্বরের দাস ড. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল সঠিকভাবে মথি ২৭:৬৩ উদ্ধৃত করে জনাব ড. জাকিরকে উত্তর দিয়েছিলেন যে ইহুদিরা এই শব্দগুলো বিনিময়যোগ্যভাবে ব্যবহার করে। যোনা কি মাছের পেটে মারা গিয়েছিলেন? হ্যাঁ, তিনি মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি জীবিত ফিরে এসেছিলেন।

যোনা ২: ১-৩ তখন যোনা মাছের পেট থেকে তার ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন:

আমি আমার দুঃখের কারণে সদাপ্রভুর কাছে চিৎকার করেছিলাম এবং তিনি আমাকে উত্তর দিয়েছিলেন" –মনে রাখবেন যোনা এখনও মাছের পেটে কিন্তু তিনি বলেন ঈশ্বর তাকে উত্তর দিয়েছেন।

ঈশ্বর তাকে কী উত্তর দিয়েছিলেন?

পরবর্তী পদ বলে:

"শেওলের পেট থেকে, আমি চিৎকার করেছিলাম, এবং তুমি আমার কণ্ঠস্বর শুনেছিলে"

শেওল কোথায়? শেওল হলো যেখানে মৃত লোকেরা যায়।

প্রশ্ন ৩২ ও ৩৩: ২ রাজাবলি ৮:২৬ অহসিয় ২২ বছর বয়সী ছিলেন যখন তিনি রাজত্ব শুরু করেছিলেন। ২ বংশাবলি ২২:২ – তিনি ৪২ বছর বয়সী ছিলেন যখন তিনি রাজত্ব শুরু করেছিলেন। অহসিয় – বাবা ৪০ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন। এমনকি হলিউডেও আপনি এটি তৈরি করতে পারবেন না।

পিপিটি স্লাইড ৪৭

উত্তর:

সন্দেহাতীতভাবে অহসিয় ২২ বছর বয়সী ছিলেন যখন তিনি রাজত্ব শুরু করেছিলেন।

এখন, ২ বংশাবলি ২২: ২ সম্পর্কে কী?

২ বংশাবলি ২২: ২ "৪২ বছরের এক পুত্র"

১ শমূয়েল ১৩: ১ "১ বছরের এক পুত্র" –রাজা শৌল সম্পর্কে। (যদি আপনি পবিত্র বাইবেলের কিছু মার্জিনে পড়েন, উদাহরণস্বরূপ, আপনি এই ব্যাখ্যা লক্ষ্য করবেন)।

কিন্তু রাজা শৌলের ক্ষেত্রে, আমাদের এটি বুঝতে কি কঠিন? না, এটি ১ বছর বয়সী রাজ্যের পুত্র হিসেবে বোঝা যেতে পারে।

এটি একটি বাগধারা হিসেবে বোঝা যেতে পারে।

একইভাবে, এখানে ২ বংশাবলি ২২:২-এ "৪২ বছর বয়সী রাজ্যের এক পুত্র" হিসেবে বোঝা যেতে পারে।

একটি আপত্তি থাকতে পারে, যদি অহসিয় যিহূদার রাজা হন; দক্ষিণ রাজ্য তার রাজত্ব শুরু করার সময় ৪২ বছর ছিল না।

তবে, এখানে কারণ:

মথি ১: ৮- প্রেরিত মথি পবিত্র আত্মার প্রেরণায় অহসিয়কে বংশতালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন, যা অব্রাহাম থেকে রাজা দায়ূদ থেকে প্রভু যীশু খ্রিস্ট পর্যন্ত আসে।

যদি অহসিয়কে দক্ষিণ রাজ্যের রাজাদের থেকে বাদ দেওয়া হয়, তাকে কোথায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত? তাকে ওম্রির রাজবংশে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যা তখন ৪২ বছর ছিল।

সুতরাং, যখন অহসিয় ২২ বছর বয়সী ছিলেন, তিনি ৪২ বছর বয়সী ওম্রির রাজবংশের পুত্র হিসেবে শাসন শুরু করেছিলেন।

সুতরাং, যা ত্রুটি বলে গণ্য করা হয়েছিল, তা আধ্যাত্মিক সত্য শেখানোর একটি মহিমান্বিত উপায় হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

প্রশ্ন ৩৪ ও ৩৫: ২ শমূয়েল ২৪: ৯- যারা অংশ নিয়েছিল ৮ লক্ষ, ১ বংশাবলি ২১:৫- ইস্রায়েল থেকে ১১ লক্ষ পুরুষ। যিহূদার জন্য জনাব ড. জাকির যে সংখ্যা দেন তা ভুল।

২ শমূয়েল ২৪:৯ "এবং যোয়াব লোকদের সংখ্যার যোগফল রাজার কাছে দিয়েছিলেন: এবং ইস্রায়েলে আট লক্ষ বীর পুরুষ ছিল যারা তলোয়ার টেনেছিল; এবং যিহূদার পুরুষরা [ছিল] পাঁচ লক্ষ পুরুষ।"

১ বংশাবলি ২১: ৫ "তখন যোয়াব লোকদের সংখ্যার যোগফল দায়ূদের কাছে দিয়েছিলেন। সমগ্র ইস্রায়েলের [ছিল] এগারো লক্ষ পুরুষ যারা তলোয়ার টেনেছিল; এবং যিহূদার [ছিল] চার লক্ষ সত্তর হাজার পুরুষ যারা তলোয়ার টেনেছিল।"

উত্তর:

২ শমূয়েল ২৪:৯

ইস্রায়েল: ৮ লক্ষ বীর পুরুষ

যিহূদা: ৫ লক্ষ পুরুষ

১ বংশাবলি ২১:৫

ইস্রায়েল: ১১ লক্ষ পুরুষ যারা তলোয়ার টেনেছিল

যিহূদা: ৪ লক্ষ ৭০ হাজার পুরুষ যারা তলোয়ার টেনেছিল

ইস্রায়েল সম্পর্কে:

যুদ্ধে সক্ষম মোট পুরুষ: ১১ লক্ষ যার মধ্যে ৮ লক্ষ বীর পুরুষ। (৩ লক্ষ পুরুষ তখন রিজার্ভে ছিল যেমন বিশ্বের অন্য কোনো সেনাবাহিনীতে।

যিহূদা সম্পর্কে:

লক্ষ্য করুন যিহূদা ও ইস্রায়েলের বিভাজন রাজ্য বিভক্ত হওয়ার পরের দৃষ্টিকোণ থেকে।

যখন ১ বংশাবলি ২১: ৫ বলে ৪ লক্ষ ৭০ হাজার পুরুষ, সেখানে একটি নোটও দেওয়া আছে।

১ বংশাবলি ২১: ৬ "কিন্তু লেবি ও বিন্যামীনকে তিনি তাদের মধ্যে গণনা করেননি: কারণ রাজার কথা যোয়াবের কাছে ঘৃণ্য ছিল।"

দক্ষিণ রাজ্যের, ৪ লক্ষ ৭০ হাজার পুরুষ বিন্যামীন ও লেবির গোত্র ছাড়া ছিল।

প্রশ্ন ৩৬: ২ শমূয়েল ৬: ২৩, ২ শমূয়েল ২১: ৮ – মীখল

২ শমূয়েল ৬:২৩: অতএব শৌলের কন্যা মীখল তার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত কোনো সন্তান হয়নি।

২ শমূয়েল ২১:৮- সুতরাং রাজা আরমোনি ও মফীবোশৎকে নিয়েছিলেন, আইয়ার কন্যা রিস্পার দুই পুত্র, যাদেরকে সে শৌলের জন্য জন্ম দিয়েছিল; এবং শৌলের কন্যা মীখলের পাঁচ পুত্র, যাদেরকে সে বর্জিল্লয়ের পুত্র অদ্রিয়েলের জন্য মহোলথীয়ের জন্য লালন-পালন করেছিল।

উত্তর:

এখানে ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটি ইয়ালাদ।

স্ট্রংস এইচ৩২০৫ – ইয়ালাদ- অর্থ জন্ম দেওয়া বা বের করে আনা বা লালন-পালন করা।

প্রশ্ন ৩৭: মথি ১: ১৬- লূক ৩: ২৩ – যোষেফ যাকোব ছিলেন।

পিপিটি স্লাইড ৫০

মথির সুসমাচার যোষেফের দৃষ্টিকোণ থেকে শুরু হয়। লূকের সুসমাচার মরিয়মের দৃষ্টিকোণ থেকে শুরু হয়। সুতরাং, এটি বোঝা যেতে পারে যে লূকের সুসমাচারে দেওয়া বংশতালিকা মরিয়মের এবং মথির সুসমাচারে দেওয়া বংশতালিকা যোষেফের।

গির্জার পিতা ইগনেশিয়াস, অ্যান্টিওকের বিশপ (মৃত্যু আনু. ১০৭ খ্রিস্টাব্দ) “ইফিষীয়দের প্রতি পত্র” অধ্যায় ১৮-এ
গির্জার পিতা জাস্টিন মার্টির (মৃত্যু আনু. ১৬৫) “ট্রাইফোর সাথে সংলাপ” অধ্যায় ১০০-এ, উভয়েই মরিয়মের দায়ূদীয় রেখা বজায় রাখতে একমত হয়েছিলেন।

এমনকি খ্রিস্টধর্মের শত্রুরাও স্বীকার করেছিল যে লূকের সুসমাচারে মরিয়মের বংশতালিকা উল্লেখ আছে।
গ্রীক দার্শনিক সেলসাস, খ্রিস্টধর্মের একজন মহান বিরোধী, তার তথাকথিত ট্রু ডিসকোর্স-এ, আনু. ১৭৮ খ্রিস্টাব্দে লেখা, খ্রিস্টানদের অহংকারের অভিযোগ করে যীশুর একটি বংশতালিকা তৈরি করার জন্য যা ইহুদিদের রাজাদের মধ্য দিয়ে প্রথম মানুষ পর্যন্ত তার বংশের সন্ধান করে এবং ঘোষণা করে: “এবং সুতরাং একজন কাঠমিস্ত্রির স্ত্রী জানতেন না যে তিনি এমন মহান বংশ থেকে উদ্ভূত!”

বাস্তবে, ইহুদি তালমুদ- আবার খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের শত্রু উৎস তালমুদের ইহুদি ট্র্যাক্টেট অনুসারে, চাগিগাহ একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির একটি স্বপ্ন হয়েছিল যেখানে তিনি দণ্ডিতদের শাস্তি দেখেছিলেন। স্বপ্নে, “তিনি হেলির কন্যা মরিয়মকে ছায়াদের মধ্যে দেখেছিলেন…”
আমি নিশ্চিত যে জনাব ড. জাকির এটি জানেন। সুতরাং তিনি যেভাবে কথা বলেন তার কোনো অজুহাত নেই।
বাস্তবে, যদি খ্রিস্টানরা সৌজন্য ফেরত দিতে শুরু করে, তাহলে দাওয়া প্রচারকরা বিপদে পড়বে।
ইবন ইসহাক, সিরাত রাসূল আল্লাহ, পৃষ্ঠা ৬৮- আবদুল্লাহর গল্প উল্লেখ করে, যখন তিনি আমিনাকে বিয়ে করতে গিয়েছিলেন, অন্য একজন নারী তাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি অস্বীকার করেছিলেন এবং এগিয়ে গিয়ে আমিনাকে বিয়ে করেছিলেন।
তারপর তিনি তৎক্ষণাৎ ফিরে গিয়ে অন্য নারীকে দেখতে যান এবং প্রস্তাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, যা তিনি অস্বীকার করেন।

যদি আবদুল্লাহ আমিনার সাথে বিবাহিত ছিলেন, যেমন গল্প বলে, কেন তিনি তৎক্ষণাৎ ফিরে গিয়েছিলেন, কেন তিনি তার স্ত্রীকে সাথে নেননি, এবং কেন তিনি ফিরে এসে অন্য নারীকে দেখতে গিয়েছিলেন?

আমরা জনাব ড. জাকির যে প্রশ্ন করেছিলেন সেই একই প্রশ্ন করতে পারি।

আমার ভাই ও বোনেরা, এটি পবিত্র বাইবেলই আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছে। যখন পবিত্র বাইবেল একটি উন্মুক্ত বই হয়েছিল, এটি অনেককে মহান বিজ্ঞানী হতে অনুপ্রাণিত করেছিল। ইয়োহানেস কেপলার, ত্রিত্ব ঈশ্বরের মহিমান্বিত মতবাদ ও তাঁর জ্ঞান দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যয়ন করেছিলেন।

ব্লেইজ পাস্কাল "চিন্তা" লিখেছিলেন খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের উপর একটি আপোলজেটিক্স কাজ।

আইজ্যাক নিউটন প্রতিদিন এই পবিত্র বাইবেল পড়া ও অধ্যয়ন করতেন।

রবার্ট বয়েল খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের একজন উৎসাহী আপোলজিস্ট ছিলেন এর সমালোচকদের বিরুদ্ধে এটিকে রক্ষা করে।

আমার প্রফেসর হেনরি শ্যাফারের সাথে বেশ কয়েকবার দেখা করার সুযোগ হয়েছিল, বিশ্বের ৬ষ্ঠ সর্বাধিক উদ্ধৃত রসায়নবিদ, এবং ইউনিভার্সিটি অফ জর্জিয়ার সেন্টার ফর কম্পিউটেশনাল কেমিস্ট্রির পরিচালক, যার কৃতিত্বে বেশ কয়েকটি আবিষ্কার আছে। ২০০৪ সালে, বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানীরা তার রসায়নে ১০০০ গবেষণাপত্র উদযাপন করতে জড়ো হয়েছিলেন,

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম "প্রফেসর, আপনি একজন সুপরিচিত বিজ্ঞানী ও একজন খ্রিস্টান হিসেবে, পবিত্র বাইবেলের তথাকথিত দ্বন্দ্ব ও ত্রুটি সম্পর্কে কী মনে করেন।"

তিনি আমাকে বলেছিলেন যে প্রথমে একজন খ্রিস্টান হিসেবে, তিনি ভাবতেন পবিত্র বাইবেলে ত্রুটি আছে। তবে, তিনি তারপর দুই বছর ব্যয় করে প্রত্যেকটি তথাকথিত ত্রুটির মধ্য দিয়ে গিয়ে উভয় পক্ষের যুক্তি মূল্যায়ন করেছিলেন এবং পবিত্র বাইবেলের বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ অবৈধ ও সমর্থনহীন বলে পেয়েছিলেন।

কুরআন ও হাদিসে পবিত্র বাইবেল সম্পর্কে

সুনান আবু দাউদ, বই ৩৮, নম্বর ৪৪৩৪: মুহাম্মদ ইহুদিদের তোরাহ আনতে বলেছিলেন। যখন ইহুদিরা তোরাহ এনেছিল, মুহাম্মদ এটিকে একটি বালিশে রেখে বলেছিলেন "আমি তোমাতে ও যিনি তোমাকে প্রকাশ করেছেন তাঁতে বিশ্বাস করি।"

সূরা ৪: ১৩৬ বলে যারা বইগুলো অস্বীকার করে, তারা অনেক দূরে দূরে বিপথগামী হয়েছে।

জনাব ড. জাকির নায়েক সম্পর্কে আর কিছু বলার প্রয়োজন আছে কি?
আমি উপসংহার করতে চাই বলে:

“তোমার বাক্য খুবই বিশুদ্ধ; অতএব তোমার দাস এটিকে ভালোবাসে।” (গীতসংহিতা ১১৯: ১৪০)
“তোমার বাক্যের সম্পূর্ণতা সত্য, এবং তোমার প্রত্যেক ধার্মিক বিচার চিরকাল স্থায়ী।” (গীতসংহিতা ১১৯: ১৬০)

মূল ইংরেজি প্রবন্ধের তথ্যসূত্রঃ
https://sakshitimes.net/2013/12/08/transcript-the-holy-bible-in-the-light-of-science-answersing-questions-by-dr-zakir-naik/